নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (খসড়া)

(২০১৩ সনের নং আইন)

মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ একীভূত, অভিন্ন এবং সমন্বিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেইহেতু মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খাদ্যে ভেজাল বা ক্ষতিকর দ্রব্যের মিশ্রণ রোধকল্পে এবং খাদ্যের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচলিত সকল অধ্যাদেশ/আইন একত্রীকরণ এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ দ্বারা নিরাপদভাবে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, মজুদ ও বিপণন সকল কার্যক্রমকে একটি দক্ষ ও কার্যকর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **"আদালত"** বলিতে অনুচ্ছেদ ৪ এর আওতায় স্থাপিত নিরাপদ খাদ্য আদালতকে বুঝাইবে।

(২) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ এই আইনের ধারা ৫ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ';

(৩) **"খাদ্য"** অর্থ যেকোনো ধরনের খাদ্যশস্য, ভোজ্য-তৈল, মৎস্য, মাংস, ডিম্ব-দুগ্ধ, ফল-মূল, শাক-সব্জি, পানীয় জল বা অন্যান্য পানীয় (যেমন, বায়বায়িত পানি, অঙ্গারায়িত পানি, বরফ) ইত্যাদি সহ সকল প্রকারের প্রক্রিয়াজাত, আংশিক- প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত বস্তু, যা মানুষের জীবন ধারণ, পুষ্টি সাধন ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য আহার্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়াও শিশু-খাদ্য ও সম্পূরক খাদ্য বা খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত যেকোনো দ্রব্য বা কাঁচামাল এবং সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সময় সময় ঘোষিত দ্রব্যাদি খাদ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে। আহার্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত যেকোনো রঞ্জক পদার্থ, সুগন্ধি, মশলা, এন্টি-অক্সিডেন্ট, সংরক্ষণদ্রব্য এবং অন্যান্য সংযোজনদ্রব্য যাহা মূল আহার্য নহে কিন্তু আহার্য উৎপাদন বা প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হয় তাহাও খাদ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে বাজারে বিক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত বা প্রক্রিয়াজাত নহে এমন কোন জীবন্ত প্রাণী, ঘরে তুলিবার পূর্বে কোন ফসল, ঔষধ ও ভেষজ দ্রব্য, মাদক দ্রব্য, প্রসাধনী বা সৌন্দর্য সামগ্রী ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে না ;

(৪) **"খাদ্য উৎপাদন"** বলিতে যে কোন খাদ্যের উপাদানকে খাদ্যদ্রব্যে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াকে বুঝায় যাহার সঙ্গে অন্যান্য প্রক্রিয়াও অঙ্গীভূত থাকিতে পারে ;

(৫) **"খাদ্য নিরাপদতা** (Food Safety)**"** অর্থ প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ;

(৬) **"খাদ্য পরীক্ষাগার"** অর্থ কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন খাদ্য পরীক্ষাগার বা প্রতিষ্ঠান, তাহা যেই নামেই অভিহিত হউক না কেন ;

(৭) **"খাদ্য ব্যবসা (Food Business)"** বলিতে লাভজনক বা অলাভজনক এবং সরকারী বা বেসরকারীভাবে খাদ্য সংশ্লিষ্ট যে কোন পর্যায়ে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, গুদামজাতকরণ, পরিবহণ, আমদানি, বিতরণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত পদক্ষেপকে বুঝাইবে এবং ইহার মধ্যে খাদ্য মওজুদ, যোগান, সরবরাহ, সেবা ইত্যাদি ছাড়াও খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতকরণ, অথবা খাদ্যের

উপাদান বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(৮) **"খাদ্য ব্যবসায়ী (Food Business Operator)"**- এর অর্থ হচ্ছে এই আইন, আইনের অধীন প্রবিধান ও বিধিমালার আদেশাবলী পালন নিশ্চিত করিয়া যে ব্যক্তি খাদ্য ব্যবসা পরিচালনা করেন, অথবা ব্যবসায় সত্ত্বাধিকারী যিনি ইহার প্রতি দায়িত্বশীল ;

(৯) **"খাদ্য ভোক্তা (Consumer)"** বলিতে সেই সব ব্যক্তি বা পরিবারকে বুঝাইবে যাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য ক্রয় করে ও ভোগ করে;

(১০)**"খাদ্যে সংযোজিত বস্তু (Food Additives)"** অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্যে খাদ্যের সঙ্গে সংযোজিত যে কোন বস্তু যাহা সাধারণত খাদ্য হিসাবে ভক্ষণ করা হয় না, অথবা যাহা কারিগরী প্রয়োজনে খাদ্য প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোড়কজাতকরণ, প্যাকেজিং, পরিবহণ বা আহার্য হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্তিসংগতভাবে প্রত্যাশিত উপযোগিতা প্রাপ্তির জন্য বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় । খাদ্যের গুনগতমান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য "দূষক" বা অন্য কোন মিশ্রিত পদার্থের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া উহা বা উহাদের উপজাত (by-product) ঐ সকল খাদ্যের অংশ বা অন্যভাবে খাদ্যের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করা বস্তুকে বুঝাইবে ;

(১১) "**চেয়ারম্যান (Chairman)"** বলিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;

(১২) **"দন্ড"** অর্থ কারাদন্ড, অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ড;

(১৩) **'দাবি (Claim)'** বলিতে এমন কোন বিবরণ বা বর্ণনা বুঝায় যাহাতে খাদ্যের আদি-অবস্থা, পুষ্টিগুণ, প্রকৃতি, গঠন, প্রক্রিয়াকরণ, এবং গুনগত মান প্রকাশ করে ;

(১৪)**"দূষক (Contaminant)"** বলিতে এমন কোন বস্তুকে বুঝাইবে যাহা খাদ্যদ্রব্যে যোগ করা হউক বা না হউক, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কাবদ্ধকরণ, পরিবহণ অথবা পরিবেশ-দূষণ ইত্যাদি কারণে উহা খাদ্যে উপস্থিত থাকে। তবে পোকামাকড়ের টুকরা বা চুল বা অন্য কোন বহিঃস্থ পদার্থ দূষকের অন্তর্ভুক্ত নহে ;

(১৫) **'ধারণপাত্র (Container)'** বলিতে এমন খোলা বা বন্ধ আধার বা প্যাকেজিং বুঝাইবে যাহা ধুলাবালি, আর্সেনিক বা কোন প্রকারের ভারী-ধাতু হইতে মুক্ত থাকিবে এবং যাহা মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা ইতোপূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে এমন কোন পাত্র হইতে তৈরি হইবে না ;

(১৬) **"নকল খাদ্য"** অর্থ বিক্রয়ের জন্য অনুমোদিত কোন খাদ্যদ্রব্যের অনুকরণে অননুমোদিতভাবে অনুরূপ খাদ্যদ্রব্য তৈরি বা লেবেলিং করা, যাহার মধ্যে অনুমোদিত খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ, উপাদান, উপকরণ বা মান বিদ্যমান থাকুক বা নাই থাকুক;

(১৮) **"নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক (Food Safety Inspector)"** বলিতে একজন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে, যাহাকে এই আইনের ধারা ৩৪-এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবার জন্য নিয়োজন ও প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে ;

(১৭) **"নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Food Safety Management System)"**- এর অর্থ হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনে উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুশীলন, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ বা প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থার অনুশীলন, বিপত্তি বিশ্লেষণ (Hazard Analysis) ও সংকট-কালীন নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুশীলন যাহা এতদসংক্রান্ত আইন ও তদধীন বিধিমালার বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন নিশ্চিতকল্পে খাদ্য ব্যবসা পরিচালনার জন্য নির্দেশনায় উল্লেখিত হইয়াছে ;

(১৯) **"নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা বিরোধী কার্য"** অর্থ,-

(ক) খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারকারীর জীবন বিপন্ন বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে এমন কোন কার্য করা, যাহা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে ;

(খ) ভেজাল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, বিপণন অথবা জ্ঞাতসারে ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা বা বিক্রয় করিতে প্রস্তাবকরণ;

(গ) খাদ্যদ্রব্যের মান রক্ষায় এই আইনের আওতায় প্রণীত প্রবিধি বা অন্য যে কোন সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিমালার বাধ্যবাধকতা অনুসরন না করিয়া খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিপণন বা বিক্রয়করণ ;

(ঘ) প্রাথমিক খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক খাদ্যগুণ বা প্রস্তুতকৃত খাদ্যের ক্ষেত্রে কোন আইন বা বিধিতে ঘোষিত প্রমিত মান অপেক্ষা কম গুণমান সম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিপণন বা বিক্রয়করণ ;

(ঙ) মূল খাদ্যের স্বাভাবিক গুণ ও পুষ্টিমান কমাইয়া দিতে পারে এইরূপ অনুপাতে কোন ভিন্ন উপাদান মিশ্রিত বা দ্রবীভূত করিয়া খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা এইরূপে প্রস্তুতকৃত খাদ্য বিপণন বা বিক্রয়করণ ;

(চ) খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুতকারী, বিপণনকারী বা বিক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত উপস্থাপনার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতি, উপাদান এবং গুনাগুণসম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য বিপণন, পরিবেশন বা বিক্রয়করণ;

(ঘ) খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য তথ্য-সম্বলিত বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতাকে প্রতারনাকরণ;

(ঙ) প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত মান বা বিশুদ্ধতাহীন সরবরাহ, পরিবেশন বা বিক্রয়করণ ;

(চ) কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়, পরিবেশন বা সরবরাহ করিবার সময়ে ক্রেতাকে প্রতিশ্রুত অপেক্ষা কম পুষ্টিগুণ সম্পন্ন বা উপযোগিতা প্রদানকারী খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, পরিবেশন বা বিক্রয়করণ ;

(ছ) মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্য প্রস্তুতকরণের উপাদান সরবরাহ, পরিবেশন বা বিক্রয়করণ ;

(জ) মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন প্রক্রিয়ায়, যাহা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, এমন কোন খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা এইরূপে প্রস্তুতকৃত খাদ্য বিক্রয়করণ ;

(ঝ) রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য অথবা মৎস্যপণ্য বা রোগাক্রান্ত বা মৃত পশু-পাখি হইতে খাদ্য প্রস্তুতকরণ বা এইরূপে প্রস্তুতকৃত আহারের অনুপযোগী খাদ্য সরবরাহ, বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের প্রস্তাবকরণ;

(ঞ) প্রচলিত কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত প্রমিত মানের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিয়া সঠিক মান ও বিশুদ্ধতা সম্পন্ন নয় এরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা এইরূপে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়করণ ;

(ট) অনুমোদিত নামে বাজারজাতকৃত কোন খাদ্যপণ্যের অননুমোদিত অনুকরণে নকল খাদ্যপণ্য প্রস্তুতকরণ বা এইরূপে প্রস্তুতকৃত খাদ্যপণ্য সরবরাহ বা বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের প্রস্তাবকরণ;

(ঠ) হোটেল-রেস্তোরাঁ বা ভোজনস্থলে পরিবেশন-সেবা প্রদানকারী খাদ্য প্রস্তুতকরণ ও সরবরাহকালে দায়িত্বহীনতা, অবহেলা বা অসতর্কতার কারণে খাদ্য-গ্রহীতার স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা সৃষ্টিকরণ ;

(ড) যেইসব স্থানে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা মওজুদ করা হয় সেইসব স্থানে শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত তৈলসহ অন্যকোন ভেজাল দ্রব্য রক্ষণ বা রাখিবার অনুমতি প্রদান ;

(ঢ) অস্বাস্থ্যকর ও পুষ্টি-প্রতিকূল পরিবেশে বা কুষ্ঠব্যাধি, যক্ষ্মা অথবা অন্য কোন ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত, প্রস্তুত অথবা সরবরাহ, পরিবেশন বা বিক্রয়করণ;

(ণ) কোন খাদ্যপণ্যের মোড়কের গাত্রে উৎপাদন, মোড়কীকরণ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা নিরাপদতা নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষেত্রে কোন আইন বা বিধিতে ঘোষিত বাধ্যবাধকতা অমান্যকরণ অথবা মোড়কের গাত্রের লিখিত কোন তথ্য মুছিয়া বা পরিবর্তন করিয়া খাদ্যপণ্য বিক্রয়করন ;

(ত) কোন আইন বা বিধিতে ঘোষিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করিয়া অনিবন্ধিত স্থানে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা পাইকারী বিক্রয়, নিবন্ধনের শর্ত বহির্ভুত কার্যে ব্যবহার অথবা বিধিদ্বারা ঘোষিত তাপমাত্রায় সংরক্ষিতব্য খাদ্যদ্রব্যসমুহের খুচরা বিক্রয়স্থল নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনকরণ;

(থ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাকরণ, মওজুদ ও বিক্রয়স্থল নাম ও ঠিকানা প্রদর্শনে ব্যর্থতা বা এতদ্সংক্রান্ত লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনকরণ ;

(দ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা পরিদর্শককে কোন আইন বা বিধির অধীন পরিচালিত পরিদর্শন, নমুনা সরবরাহ, অনুসন্ধান, তদন্ত বা পরীক্ষাকরণে অসহযোগিতা বা বাধা প্রদান;

(২০) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(২১) **"পরিষদ"** অর্থ এই আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা উপদেষ্টা পরিষদ' ;

(২২) **"প্রবিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধি ;

(২৩) **"ফৌজদারী কার্যবিধি"** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898;

(২৪) **"বহিস্থ: পদার্থ (Extraneous Matter)"** বলিতে এমন কোন পদার্থকে বুঝাইবে যাহা খাদ্যপণ্যকে অনিরাপদ করেনা কিন্তু উক্ত খাদ্যপণ্য তৈরির কাঁচামাল বা উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ,

প্যাকেজিং-এ ব্যবহৃত হইবার কারণে উহার মধ্যে উপস্থিত থাকিতে পারে ;

(২৫) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২৬) **"ব্যক্তি"** অর্থ সংশ্লিষ্ট সত্ত্বা অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি, কোম্পানি, সমিতি, অংশীদারি কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধি;

(২৭) **"বিপত্তি (Hazard)"** বলিতে, জৈবিক, রাসায়নিক বা প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত পদার্থকে বুঝাইবে যাহা স্বাস্থ্যের প্রতিকুল কোন কারণের উদ্ভব করিতে পারে ;

(২৮) **"ভেজাল খাদ্য"** অর্থ কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যদ্রব্যের কোন অংশ, যদি-

(ক) খাদ্যদ্রব্যে মানব-স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর বা জীবনহানিকর কোন রাসায়নিক (যেমন, ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, সোডিয়াম সাইক্লামেট) বা ভারী-ধাতু বা কীটনাশক (যেমন, ডি.ডি.টি, পি.সি.বি তৈল, ইত্যাদি) অথবা খাদ্য রঞ্জিত বা স্বাদগন্ধযুক্ত করিবার জন্য বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার করেন; বা

(খ) মানব-স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন কোন খাদ্যদ্রব্য অথবা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এমন কোন উপাদান মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য; বা

(গ) খাদ্যদ্রব্যের কোন স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নেওয়ায় যদি মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়; বা

(গ) খাদ্যদ্রব্যের সহিত কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ ভিন্ন কোন উপাদান উপাদান মিশ্রিত করা, রঞ্জিত করা, আবরণ দেওয়া বা আকার পরিবর্তন করিবার ফলে যদি খাদ্যদ্রব্যের কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয় বা উহার গুনাগুণ বা পুষ্টিমান কমিয়া যায় ; বা

(ঘ) খাদ্যদ্রব্যের কোন স্বাভাবিক উপাদানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নেওয়ায় যদি মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়; বা

(ঙ) খাদ্যদ্রব্যে ভিন্ন কোন উপাদান এইরূপ পরিমাণে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে যাহা খাদ্য গ্রহণকারীর স্বাস্থ্যহানির কারণ হইতে পারে; বা

(চ) যদি খাদ্যদ্রব্যে বিকিরণসহ কোন দূষক বা বিষাক্ত উপাদান উপস্থিতি থাকে যাহা খাদ্যদ্রব্যের প্রস্তুতকারী, ক্রেতা বা গ্রহণকারীর স্বাস্থ্যহানির কারণ হইতে পারে ;

(২৯) **"মৎস্য"** অর্থ সকল প্রকার অর্থ সকল প্রকার কোমল অস্থি ও কঠিন অস্থিবিশিষ্ট মাছ,স্বাদু ও লবণাক্ত পানির চিংড়ি, উভচর জলজ প্রাণী, কচ্ছপ, কাছিম, কাঁকড়া জাতীয়, শামুক বা ঝিনুক জাতীয়, জলজ প্রাণী, একাইনোডার্মস্ জাতীয় প্রাণী, ব্যাঙ এবং উহাদের জীবনচক্রের যে কোন ধাপ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন জলজ প্রাণী;

(৩০)**"মৎস্যপণ্য"** অর্থ কোন তাজা মৎস্যপণ্য বা মৎস্য উপজাত পণ্য;

(৩১) **''মাংস''** অর্থ কোন কসাইখানায় জবাইয়ের উপযুক্ত যে কোন জবাইকৃত সুস্থ পশু বা পাখির মাংস বা অন্যান্য ভক্ষণযোগ্য অংশবিশেষ এবং বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গ নিরোধ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৬ নম্বর আইন) এর অধীন আমদানিকৃত মাংস ।

(৩২) **"সঙ্গনিরোধ"** অর্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীজ সূত্রে পরিবাহিত কোন রোগের প্রাদুর্ভাব বা বিস্তার রোধকল্পে পণ্য স্বতন্ত্রীকরণ (isolation) এবং পরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন স্থানে রোগাক্রান্তকে সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অন্তরীণ রাখা; উপাদান

(৩৩) **"সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা"** অর্থ বাংলাদেশের কোন আইনের অধীন নিযুক্ত সঙ্গনিরোধ কর্মকর্তা;

(৩৪) "**সদস্য (Member)**" বলিতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্যকে বুঝাইবে।

নিরাপদ খাদ্য আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন বিশুদ্ধ খাদ্য সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-কে মূল আইন হিসাবে গণ্য করিয়া এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
'নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা'র প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা উপদেষ্টা পরিষদ'

৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তিবর্গকে, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ে নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা উপদেষ্টা পরিষদ' নামে একটি পরিষদ থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি সভাপতি হইবেন;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, পদাধিকার বলে যিনি সহ-সভাপতি হইবেন;

(চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকার বলে;

(ঙ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকার বলে;

(গ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব,পদাধিকার বলে;

(ঘ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, পদাধিকার বলে;

(ঝ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকার বলে;

(ছ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকার বলে;

(জ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকার বলে;

(ঞ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকার বলে;

(ট) শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকার বলে;

(ঠ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকার বলে;

(ড) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকার বলে;

(ঢ) তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকার বলে;

(ণ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, পদাধিকার বলে;

(ত) খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকার বলে;

(থ) জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকার বলে;

(দ) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউটের মহাপরিচালক, পদাধিকার বলে;

(ধ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের পরিচালক, পদাধিকার বলে;

(ন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান, পদাধিকার বলে;

(প)ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি - এর সভাপতি; এবং

(ফ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকার বলে যিনি সদস্য-সচিব হইবেন।

(৩) পরিষদ প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৪) সরকার প্রয়োজনবোধে গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সদস্য সংখ্যা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৫) জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা উপদেষ্টা পরিষদ সরকারকে নিম্নরূপ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবে-

(ক) এই আইন পরিচালনা ও নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

(খ) খাদ্যের বিশুদ্ধতা ও সঠিক পুষ্টিগুণ নিশ্চিতকল্পে খাদ্যের গুনাগুণ ও মাননিয়ন্ত্রণ এবং বাংলাদেশ কোডেক্স স্ট্যান্ডার্ড সংক্রান্ত বিষয়সমূহ;

(গ) এই আইন পরিচালনায় উদ্ভূত কারিগরি বিষয়সমূহ;

(ঘ) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের ফলপ্রসূ কার্যক্রমের জন্য দিক নির্দেশ ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতিসমূহ;

(ঙ) নিরাপদ, মানসম্পন্ন ও বিশুদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা কাঠামো নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় জনবলের সেবা ও সুযোগ সৃষ্টি;

(চ) সরকারী আদেশ দ্বারা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ; এবং

(ছ) নিরাপদ খাদ্য ও মাননিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালার কৌশলসমূহ ।

(৬) সভা -

(ক) জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য-সচিবের আমন্ত্রণে বৎসরে কমপক্ষে দুইবার উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে;

(খ) এই ধারার অন্যান্য বিধা বলী সাপেক্ষে পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(গ) পরিষদের সকল সভা উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে;

(ঘ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত পরিষদের অন্য কোন সদস্য সভার সভাপতিত্ব করিবেন;

(ঙ) পরিষদের মোট সদস্যের এক-চতুর্থাংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে;

(চ) পরিষদ গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে বা উহাতে কোন শূন্যতা রহিয়াছে শুধুমাত্র এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা বেআইনী হইবে না কিংবা তদসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

‘বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ’ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি

৫। (১) সরকার এই আইনের অধীনে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ‘বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ’ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিরতিহীন ধারাবাহিকতা ও একটি লোগো থাকিবে। ইহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন, ধারণ ও বিপণন এবং চুক্তি করিবার অধিকার থাকিবে এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত নামে মামলা করিতে পারিবে বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের যে কোন স্থানে ইহার কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

৬। (১) বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করা;

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শর্তের অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া কর্তৃপক্ষ বিধি ও প্রবিধিমালার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্ট করিতে পারিবে।

(ক) এই আইনের আওতায় ঘোষিত নির্দিষ্ট খাদ্যের প্রমিত গুনগত মান ও নির্দেশাবলী এবং বিভিন্ন গুনগত মানের প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতির ব্যবহার;

(খ) খাদ্য দূষণকারী দ্রব্য (contaminants) ও জীবানু (microbial contaminants), শস্যদূষণকারী দ্রব্য, কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, সার, পশুরোগ বিষয়ক ঔষধের অবশিষ্টাংশ, ভারী

ধাতুসমূহ (heavy metals), প্রক্রিয়াকরণ সহায়ক, মাইকোটক্সিন, এন্টিবায়োটিক্স ও ঔষধ সংক্রান্ত সক্রিয় বস্তুসমূহ এবং খাদ্যে তেজস্ক্রিয়তার অনুমোদনযোগ্য সীমা সুনির্দিষ্টকরণ ;

(গ) প্রাণীজ ও অন্যান্য প্রধান উৎস্য হইতে প্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্যের সংজ্ঞায়ন ও গুনগত মান সুনির্দিষ্ট করণ;

(ঘ) খাদ্য ব্যবসায় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সনদ প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য সনদপত্র প্রদানের সর্বজনস্বীকৃত নিয়ম সুনির্দিষ্টকরণ ও নির্দেশাবলী প্রণয়ন ;

(ঙ) আমদানিকৃত যে কোন খাদ্যদ্রব্যের প্রমিত মান নিশ্চয়তার পদ্ধতি সুনির্দিষ্টকরণ ও প্রয়োগ;

(চ) গবেষণাগারসমূহের সর্বজনস্বীকৃত সনদপত্র প্রদান ও উক্ত গবেষণাগার নির্বাচনের পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী প্রণয়ন;

(ছ) আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের জন্য নমুনা গ্রহণ পদ্ধতি, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তথ্য আদানপ্রদান পদ্ধতি;

(জ) নিরাপদ খাদ্য আইন ও ইহার অধীন প্রবিধিমালার প্রয়োগ ও পরিচালনার বিষয়ে জরিপ করা ;

(ঝ) স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশেষ পথ্য ব্যবহার এবং খাদ্যের শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিসহ খাদ্যের মোড়কের পরিচিতি পদ্ধতি সুনির্দিষ্টকরণ ; এবং

(ঞ) ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি বিশ্লেষণ, ঝুঁকি অবহিতকরণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়ম ও পদ্ধতি এবং প্রয়োগ ।

(৩) উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এর শর্তাবলী ক্ষুণ্ন না করিয়া কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত কল্পে -

(ক) নিরাপদ খাদ্য, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়নে সরকারকে বৈজ্ঞানিক পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করিবে এবং নিরাপদ খাদ্য নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণে সহায়তা প্রদান করিবে ;

(খ)নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ, তুলনা, বিশ্লেষণ ও সারমর্ম তৈরি করিবে -

(১) খাদ্য গ্রহণ এবং খাদ্য গ্রহণজনিত কারণে কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য-ঝুঁকিতে পড়া ;

(২) জৈবিক ঝুঁকির প্রাদুর্ভাব ও ব্যাপকতা ;

(৩) খাদ্যদ্রব্যে দূষিত বস্তুর মিশ্রণ ;

(৪) খাদ্যদ্রব্য দূষণকারী বিভিন্ন বস্তুর অবশিষ্টাংশ ;

(৫) ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ; ও

(৬) নিয়মিত সতর্কীকরণ পদ্ধতি চালু করা ;

(গ) ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য উদ্যোগ, সমন্বয় ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং উহার পরিচালনা পরিবীক্ষণ করিবে ;

(ঘ) খাদ্যদ্রব্যের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত ঝুঁকি বিষয়ক বার্তা সরকার ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে দায়িত্বরত কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করিবে ;

(ঙ) নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে সংকট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নে সরকারকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করিবে এবং সংকট ব্যবস্থাপনার উপর একটি সাধারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংকট ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সহিত নিবিড় সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(চ) কর্তৃপক্ষের দায়িত্বসমূহের আওতায় মাঠ পর্যায় পর্যন্ত তথ্য বিনিময়, যৌথভাবে প্রকল্প তৈরি ও বাস্তবায়ন, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও উত্তম অনুশীলন বিনিময়ের মাধ্যমে একটি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করিবে ;

(ছ) সরকারকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহিত সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবে ;

(জ) উপর্যুক্ত পদ্ধতি ও উপায়ে জনগণ, ভোক্তা, আগ্রহীদল ও স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের জন্য বিশ্বাসযোগ্য, বাস্তব ও সমন্বিত তথ্য নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সকল ধরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে ;

(ঝ) খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা কর্মচারী বা অন্যকোনভাবে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি, যিনি বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায় জড়িত কিংবা ভবিষ্যতে জড়িত হইতে আগ্রহী তাঁহাদের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় বা তাহার বাহিরে নিরাপদ খাদ্য ও প্রমিত মান (standards) সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে;

(ঞ) খাদ্যদ্রব্য, স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারি স্ট্যান্ডার্ডের জন্য আন্তর্জাতিক কারিগরি স্ট্যান্ডার্ড তৈরিতে সহায়তা করিবে;

(ট) বিশেষায়িত খাদ্য বিষয়ক নির্ধারিত সমতা স্বীকৃতি প্রদানের জন্য যুক্তিসংগত চুক্তিপত্র তৈরিতে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে;

(ঠ) খাদ্যের গুনগত মানের বিষয়ে আন্তর্জাতিক, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের গৃহীত কার্যক্রম সমন্বয় ও তরান্বিত করিতে সহায়তা করিবে;

(ড) খাদ্য পরীক্ষা, গবেষণা, মান নির্ধারণ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের মধ্যে ফলপ্রসূ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিবে ;

(ঢ) খাদ্যের আন্তর্জাতিক গুনগত মান ও দেশীয় গুনগত মানের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করিবে;

(ণ) নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্যের গুনগত মান সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করিবে ; এবং

(ত) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্য যে কোন কর্মসূচি গ্রহণ করিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ কোন কালক্ষেপণ না করিয়া নিম্নরূপ বিষয়গুলো সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করিবে

(ক) কারিগরি কমিটি ও কারিগরি প্যানেল প্রদত্ত মতামত;

(খ) প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দ, কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং কারিগরি কমিটি ও কারিগরি প্যানেলের সদস্যবৃন্দ ঘোষিত কোন বিষয় উল্লিখিত সদস্যগণের আগ্রহের ভিত্তিতে সভার আলোচ্যসূচি হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে;

(গ) ইহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলাফল; এবং

(ঘ) ইহার কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন।

(৫) কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে নিরাপদ খাদ্য ও গুনগত মানসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদিগকে এমন নির্দেশনা প্রদান করিবে যাহাতে তাঁহারা সেই নির্দেশনাবলে এই আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(৬) কর্তৃপক্ষ কোন গোপনীয় তথ্য, যাহা গোপন রাখিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে এবং উহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করা হইয়াছে, উহা কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট প্রকাশ করিতে কিম্বা প্রকাশের উৎস হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না। তবে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, পারিপার্শ্বিক অবস্থাদৃষ্টে যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই সকল তথ্য জনসমক্ষে প্রচার করা যাইবে।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠন এবং ইহার চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগের যোগ্যতা

৭। (১) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন, যিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং নিম্নলিখিত পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে এই কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে :

(ক) খাদ্য বিজ্ঞানে ২০ (বিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সদস্য;

(খ) খাদ্য শিল্পের বিষয়ে ২০ (বিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সদস্য;

(গ) খাদ্যভোগ ও ভোক্তা বিষয়ে ২০ (বিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সদস্য;

(ঘ) খাদ্য উৎপাদনকারীদের বিষয়ে ২০ (বিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সদস্য; এবং

(ঙ) খাদ্য আইন ও নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে ২০ (বিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সদস্য ।

(২) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহারা যে কার্যক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবেন সেই কার্যক্ষেত্রে তাঁহাদের উন্নতমানের যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তৃতমাত্রার বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকিবে।

(৩) সরকার খাদ্য বিষয়ে ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে অথবা জনপ্রশাসনে এই সংক্রান্ত পেশাগত কাজে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করিবে।

(৪) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও উহার কোন সদস্য অন্য কোন দপ্তরে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের কার্যকাল, বেতন, ভাতা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্তাবলী

৮। (১) চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ যোগদানের তারিখ হইতে চার বৎসর মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন;

(২) চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণের বেতন ও ভাতা এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

(৩) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য -

(ক) সরকারের উদ্দেশ্যে নিজ স্বাক্ষরে কমপক্ষে তিনমাস পূর্বে নোটিশ দিয়া চাকুরী হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন;

(খ) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং যে কোন সদস্যকে এই আইনের ধারা ৯ এ বর্ণিত উপায়ে চাকুরী হইতে অপসারণ করা যাইবে।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের অপসারণ

৯। (১) ৮ ধারার উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার ইচ্ছা করিলে চেয়ারম্যান অথবা যে কোন সদস্যকে নিম্নোলিখিত যে কোন কারণে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে; যদি চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য –

(ক) দেউলিয়া হিসাবে সাব্যস্ত হন; বা

(খ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন; বা

(গ) চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে কর্মসম্পাদনে শারীরিক বা মানসিকভাবে অসামর্থ্য হন; বা

(ঘ) চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে দায়িত্ব কর্তব্য পালনে অবহেলা অথবা বিশ্বাসভঙ্গ করিয়া অপরাধজনক কিংবা বেআইনীভাবে আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করেন;

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া অপসারণ করা যাইবে না।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের কার্যাবলী

১০। (১) চেয়ারম্যান নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন:

(ক) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সার্বিক প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন;

(খ) কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সহিত আলোচনা করিয়া কর্তৃপক্ষের কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রস্তাব তৈরি;

(গ) জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা উপদেষ্টা পরিষদ, সরকার বা কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

(ঘ) কারিগরি কমিটি ও কারিগরি প্যানেলের জন্য যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ ;

(ঙ) সেবা গ্রহীতাদের প্রয়োজন অনুসারে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ হইয়াছে কিনা, বিশেষ করিয়া সেবাদানের পর্যাপ্ততা এবং যথাসময়ে সম্পাদন নিশ্চিতকরণ ;

(চ) কর্তৃপক্ষের রাজস্ব ও ব্যয় বিবরণী এবং বাজেট প্রস্তুতকরণ ; এবং

(ছ) সরকারের সহিত যোগাযোগ বজায় এবং কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কমিটির সাথে নিয়মিত আলোচনা নিশ্চিতকরণ ।

(২) চেয়ারম্যান প্রত্যেক অর্থ বৎসরে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদনের জন্য নিম্নরূপ বিষয়গুলি উপস্থাপন করিবেন-

(ক) পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের সকল কর্মকান্ড সম্বলিত সাধারণ প্রতিবেদন;

(খ) আসন্ন অর্থ বৎসরের কর্মসূচি;

(গ) পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব; এবং

(ঘ) আসন্ন অর্থবৎসরের বাজেট।

(৩) চেয়ারম্যান জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সরকারের নিকট মুদ্রিত সাধারণ প্রতিবেদন ও কর্মসূচিসমূহ প্রেরণ করিবেন ।

(৪) চেয়ারম্যান নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল আর্থিক ব্যয় অনুমোদন করিবেন এবং সরকারের নিকট মুদ্রিত কর্মকান্ডের প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) এই আইনে তাঁহার জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগকল্পে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সরকারী কর্মকর্তাকে সময় উল্লেখপূর্বক নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের জন্য লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন ।

(৬) কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উপর চেয়ারম্যানের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী

১১। (১) খাদ্য সরবরাহ, বাজার ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক হইবেন। তিনি সরকার কর্তৃক সরাসরিভাবে কিংবা সরাসরিভাবে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন। কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত দায়-দায়িত্ব সুচারুভাবে সম্পাদন ও পেশাগত প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় নিশ্চিতকল্পে কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোতে পাঁচজন পরিচালকের নেতৃত্বে কমপক্ষে পাঁচটি বিভাগ থাকিবে, যথা - (ক) খাদ্যের বিশুদ্ধতা পরিবীক্ষণ ও বিচারিক কার্যক্রম, (খ) নিরাপদ খাদ্য পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক কার্যক্রম, (গ) খাদ্যমান প্রমিতকরণ কার্যক্রম, (ঘ) সচেতনতা, ঝুঁকি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং (ঙ) কর্তৃপক্ষের সংস্থাপন, আর্থিক ও জন-সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ।

(২) সরকারের অনুমোদনক্রমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা, প্রকৃতি, যোগ্যতা ও শ্রেণীবিভাগ নির্ধারণ করিবে।

(৩) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদনক্রমে এই আইনের আওতায় বিধিমালা প্রণয়নপূর্বক নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকবৃন্দ, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরীর শর্তাবলী ও বেতন ভাতা নির্ধারণ করিবে।

'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' গঠন

১২। (১) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করিবে -

(ক) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব (মাঠ-প্রশাসন);

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি;

(ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি;

(ঙ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি;

(চ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি;
(ছ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি;
(জ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি;
(ঝ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি;
(ঞ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি;
(ট) স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি;
(ঠ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি;
(ড) আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিনিধি;
(ঢ) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কারিগরি কমিটির চেয়ারপার্সন;
(ণ-ধ) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য – পাঁচ জন;
(ন-প) খাদ্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি - দুইজন;
(ফ-ব) খাদ্য ভোক্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি - দুইজন;
(ভ-ম) খাদ্য প্রক্রিয়াকরন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি - দুইজন;
(য-র) খাদ্য ব্যবসা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি - দুইজন;
(ল-শ) খাদ্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগারসমূহের প্রতিনিধি – দুইজন; এবং
(ষ) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ।

(২) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান এবং কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সমন্বয় কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি এই আইনের অধীন নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৪) কমিটির সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ কর্তৃক সকল প্রকারের প্রাতিষ্ঠানিক সেবা, সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদানে প্রবিধিমালায় উল্লিখিত কার্যবিধি ও পদ্ধতি অনুসরণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন ।

‘কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি’র কার্যাবলী

১৩। (১) ‘কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি’ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আদালত এবং খাদ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা নিশ্চিত করিবে।

(২) কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নরূপ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিবে-

(ক) এই আইনের অধীনে ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলীর সম্পাদিতব্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড বিশেষতঃ কর্তৃপক্ষের কর্মসূচির জন্য প্রস্তাব তৈরি;
(খ) কর্মকান্ডের প্রাধিকার নির্ধারণ;
(গ) সম্ভাব্য ঝুঁকি ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ;
(ঘ) জ্ঞান ও সেবা সংগ্রহ এবং প্রবিধিতে উল্লিখিত অন্যান্য কার্যাবলী ।

(৩) কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির চেয়ারপার্সনের আমন্ত্রণে বা কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুরোধে বৎসরে কমপক্ষে তিনবার কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে ।

কারিগরি প্যানেল গঠন

১৪। (১) কর্তৃপক্ষ স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কারিগরি প্যানেল গঠন করিবে।

(২) কারিগরি প্যানেল ইহার আলোচনায় সংশ্লিষ্ট শিল্প ও ভোক্তা প্রতিনিধিগণকে আমন্ত্রণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে নিম্নবর্ণিত প্যানেলসমূহের অতিরিক্ত একাধিক কারিগরি প্যানেল গঠন করিতে পারিবে -

(ক) খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট স্বাদগন্ধযুক্ত পদার্থ, প্রক্রিয়াকরণ সহযোগী ও বস্তু;
(খ) কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিক্সের অবশিষ্টাংশ;
(গ) জেনেটিক্যালি সংশোধিত জীবাণু ও খাদ্য ;
(ঘ) জৈবিক ঝুঁকি ;
(ঙ) খাদ্য শৃঙ্খল (food chain)-এ দূষিত বস্তু ;
(চ) মোড়ক পরিচিতি; এবং
(ছ) নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ।

(৪) কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি বা বর্তমান সদস্য বাদ দিয়া বা ক্ষেত্রভেদে প্যানেলের নাম পরিবর্তন করিয়া কারিগরি প্যানেল পুনর্গঠন করিতে পারিবে ।

কারিগরি কমিটির গঠন ও ইহার কার্যাবলী

১৫। (১) কর্তৃপক্ষ কারিগরি প্যানেলসমূহের চেয়ারপার্সন ও আট জন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ, যাঁহারা কোনভাবেই কোন কারিগরি প্যানেলের সাথে যুক্ত নয়, তাঁহাদের সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করিবে।

(২) কারিগরি কমিটি ও কারিগরি প্যানেল তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য এবং সদস্যগণের মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া পরিচালিত হইবে।

কারিগরি প্যানেল ও কারিগরি কমিটির কার্যাবলী নির্ধারণ

১৬। প্রবিধিমালায় কারিগরি কমিটি ও কারিগরি প্যানেলের কর্মপদ্ধতি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ ইত্যাদি বিষয়াবলী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকিবে। এইসকল কর্মপদ্ধতিসমূহ বিশেষ করে নিম্নরূপ বিষয় সংশ্লিষ্ট হইবে-

(ক) কারিগরি কমিটি বা কারিগরি প্যানেলে একজন সদস্য ধারাবাহিক ভাবে কতবার সদস্য হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন;
(খ) প্রতিটি কারিগরি প্যানেলের সদস্য সংখ্যা;
(গ) কারিগরি কমিটি বা কারিগরি প্যানেলের সদস্যবৃন্দের কারিগরি অবদানের জন্য তাঁহাদের সম্মানী নির্ধারণ ও পরিশোধ পদ্ধতি এবং ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি;
(ঘ) কারিগরি কমিটি ও কারিগরি প্যানেলের নিকট তাঁহাদের দায়িত্ব ও বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণের পদ্ধতি;
(ঙ) কারিগরি কমিটি বা কারিগরি প্যানেলের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন এবং সেই সকল ওয়ার্কিং গ্রুপে বাহিরের বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্তির সম্ভাব্যতা;
(চ) কারিগরি কমিটি ও কারিগরি প্যানেলের সভায় পর্যবেক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণের সম্ভাব্যতা;
(ছ) গণশুনানী আয়োজনের সম্ভাব্যতা; এবং
(জ) সভার কোরাম, সভার নোটিশ, আলোচ্যসূচি ও অন্যান্য বিষয়।

সহযোগী মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থার দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য

১৭। সরকারী আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা ও নিরাপদ খাদ্য আইনে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য একইরূপে এমনভাবে চলমান ও অব্যাহত থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীনেই নির্ধারিত হইয়াছে ।

তৃতীয় অধ্যায়
খাদ্য দূষণ সম্পর্কিত সাধারণ শর্তাবলী

খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া-সহায়ক ব্যবহার

১৮। প্রচলিত কোন আইন এবং প্রবিধিমালার শর্তাবলী পূরণ ব্যতীত কোন খাদ্যদ্রব্যে কোন খাদ্য সংযোজন-দ্রব্য বা প্রক্রিয়াসহায়ক- থাকিবে না।

ব্যাখ্যা: এই অধ্যায়ে 'প্রক্রিয়া-সহায়ক' অর্থ যন্ত্রপাতি ও গৃহ-সরঞ্জাম ব্যতীত অন্য যে কোন পদার্থ বা বস্তু বুঝাইবে, যাহা খাদ্য উপকরণ হিসাবে খাওয়া হয় না; কিন্তু প্রক্রিয়াকরণের কাঁচামাল, খাদ্য বা ইহার উপকরণ হিসাবে বিশেষ কারিগরি প্রয়োজনে খাদ্য প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়াকরণের সময়ে ব্যবহৃত হয়, ফলে অনভিপ্রেত কিন্তু অনিবার্যভাবে চূড়ান্ত খাদ্যদ্রব্যে ইহাদের অবশিষ্টাংশ বা আদি নয় এমন বস্তুর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

খাদ্য দূষণকারী, প্রাকৃতিক বিষাক্ত পদার্থ, ইত্যাদি

১৯। কোন খাদ্যদ্রব্যে প্রবিধানমালায় নির্দেশিত পরিমাণের অতিরিক্ত মাত্রায় কোন খাদ্য-দূষণকারী পদার্থ, বিকিরনযুক্ত ও প্রাকৃতিকভাবে বা অন্য কোনভাবে থাকা বিষাক্ত পদার্থ বা হরমোন বা ভারী ধাতু থাকিবে না।

কীটনাশক, পশুরোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ, এন্টিবায়েটিক্সের অবশিষ্টাংশ এবং অণুজীব, ইত্যাদি

২০। (১) কোন খাদ্যদ্রব্যে প্রবিধানমালায় নির্দেশিত সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ, পশুরোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ, এন্টিবায়েটিক্সের অবশিষ্টাংশ, দ্রাবকের অবশিষ্টাংশ, ঔষধপত্রের সক্রিয় পদার্থ এবং অণুজীব বা পরজীবি থাকিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা: এই অধ্যায়ে

(ক) 'কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ' -এর অর্থ খাদ্যদ্রব্যে কীটনাশক ব্যবহারের (উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপণন পর্যায়ে) ফলে উদ্ভূত কোন অবস্থাকে বুঝাইবে এবং ইহাতে কীটনাশকের মূল উপাদান, সহযোগী অংশ, রূপান্তরিত উৎপন্নদ্রব্য, শোষণকৃত (metabolites), বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তু এবং দুষিত বস্তুসহ সেই সকল বস্তু যাহাতে বিষক্রিয়া রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত এবং পরিবেশ হইতে যে সকল অবশিষ্টাংশ খাদ্যদ্রব্যে আসে সেইগুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(খ) 'পশুরোগের ও মৎস্যরোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ' মূল যৌগ বা তার শোষণকৃত বস্তু বা উভয়ই কোন প্রাণী হইতে পাওয়া খাদ্যদ্রব্যের ভোজ্য অংশে থাকিলে পশুরোগের অবশিষ্টাংশ বলিয়া অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং পশুরোগের ও মৎস্যরোগের ঔষধের সহযোগী দুষিত অবশিষ্টাংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা খাদ্য, জৈবখাদ্য, ব্যবহারিক খাদ্য, স্বত্বাধিকারী খাদ্য ইত্যাদি

২১। (১) এই আইনের অধীন এবং ইহার অধীন প্রণীত প্রবিধানমালার শর্তানুযায়ী সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি অভিনব খাদ্য বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা খাদ্য, কিরণ সম্পাতকৃত খাদ্য, জৈবখাদ্য, বিশেষ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্য, ব্যবহারিক খাদ্য, নিউট্রাসিউটিক্যাল, স্বাস্থ্য সম্পূরক খাদ্য, সত্বাধিকারী খাদ্য এবং এমন ধরণের অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন, বিতরণ, বিপণন বা আমদানি করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা: এই অধ্যায়ে-

বিশেষ পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত খাদ্য বা ব্যবহারিক খাদ্য বা নিউট্রাসিউটিক্যাল বা স্বাস্থ্য সম্পূরক খাদ্যের অর্থ-

(ক) একটি বিশেষ বাস্তব বা শারীরবৃত্ত সম্পর্কিত অবস্থা বা বিশেষ রোগ ব্যাধি ও অসুস্থতায় নির্দিষ্ট পথ্যের প্রয়োজন মিটাতে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত বা প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্য এবং ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে উপস্থাপিত হইবে যে এ সকল খাদ্যদ্রব্যের গঠন তুলনামূলকভাবে সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের গঠনের চাইতে উল্লেখযোগ্যেভাবে পৃথক, যদি ঐ সকল সাধারণ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উপকরণের এক বা একাধিক উপকরণ থাকে, যথা-

(অ) পানিতে ইথাইল এলকোহল বা হাইড্রো-এলকোহলিক নির্যাসের মধ্যে একক বা যৌথভাবে উদ্ভিদ বা লতাপাতা বা ইহার অংশ বিশেষের গুড়া ঘন দ্রবণ বা নির্যাস;

(আ) খনিজ লবণ বা ভিটামিন বা আমিষ বা ধাতু বা উহাদের যৌথ বা এমিনো-এসিড (বাংলাদেশীদের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে সুপারিশের পরিমাণের অতিরিক্ত নয়) বা এনজাইম (অনুমোদিত মাত্রার মধ্যে);

(ই) প্রাণীজ উৎস হইতে বিভিন্ন কোন বস্তু;

(ঈ) সার্বিক পথ্য গ্রহণমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মানুষের খাদ্যে উৎকর্ষ সাধনে কোন পথ্য সংক্রান্ত পদার্থের ব্যবহার;

(খ) (অ) খাদ্যের মোড়কে 'বিশেষ পথ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য খাদ্য' বা 'ব্যবহারিক খাদ্য' বা 'নিউট্রাসিউটিক্যাল বা স্বাস্থ্য সম্পূরক বা এমন ধরণের খাদ্য' লেবেলিং করা থাকিলে উহা প্রচলিত খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত না হইলে এবং বংশ পরিচয় ব্যতীত গুড়াকৃতি, দানাদার, ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, তরল জেলি বা অন্যান্য সেবন মাত্রায় এবং মুখে খাওয়ার জন্য বুঝাইবে;

- এই সকল খাদ্যদ্রব্য Drugs Act, 1940 (১৯৪০ সনের XXIII নং আইন) এবং ইহার অধীন প্রণীত প্রবিধানমালায় অনুমোদিত বা আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি ঔষধ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

-এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধিমালায় অনুমোদিত হিসাবে যে কোন বিশেষ রোগ বা অসুখ বা অবস্থা (স্বাস্থ্যের উপকারী বিশেষ প্রবর্ধক ব্যতীত) নিরাময় বা উপশম করিবে বলিয়া দাবি করা যাইবে না;

- Drugs Ordinance 1982 এবং Narcotics Control Act, 1990 ইহার প্রবিধিমালার তফসিলে সংজ্ঞায়িত চেতনা-নাশক ঔষধ বা মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত পদার্থসমুহ অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(আ) 'বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য' অর্থ খাদ্য এবং খাদ্য উপাদান সমন্বয়ে গঠিত বা আধুনিক জৈব-প্রযুক্তির মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য সংশোধন বা পরিবর্তনতকৃত জীবসত্তা রহিয়াছে বা উৎপাদিত খাদ্য এবং খাদ্য উপাদান যাহাতে আধুনিক জৈব-প্রযুক্তির মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য সংশোধিত বা পরিবর্তনকৃত জীবসত্তা নাই বুঝাইবে;

(ই) 'জৈব' অর্থ নির্দেশিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে জৈব উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্যকে বুঝাইবে;

(ঈ) 'স্বত্বাধিকারী বা অভিনব খাদ্য' বলিতে সেই সকল খাদ্যকে বুঝাইবে যাহার মানদণ্ড এখনও উল্লেখ করা হয় নাই কিন্তু উহা অনিরাপদ নয়।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন এবং ইহার অধীন প্রবিধি বা বিধিমালার অধীনে নিষিদ্ধ কোন খাদ্যদ্রব্য এবং উপাদান ঐ খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(২) 'বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য' অর্থ খাদ্য এবং খাদ্য উপাদান সমন্বয়ে গঠিত বা আধুনিক জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য সংশোধন বা পরিবর্তনতকৃত জীবসত্তা রহিয়াছে বা উৎপাদিত খাদ্য এবং খাদ্য উপাদান যাহাতে আধুনিক জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে বংশগত বৈশিষ্ট্য সংশোধিত বা পরিবর্তনকৃত জীবসত্তা নাই বুঝাইবে;

(৩) 'জৈব' অর্থ নির্দেশিত মানদন্ডের ভিত্তিতে জৈব উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া প্রস্তুতকৃত খাদ্যদ্রব্যকে বুঝাইবে;

(৪) 'স্বত্বাধিকারী বা অভিনব খাদ্য' বলিতে সেই খাদ্য কে বুঝাইবে যাহার মানদন্ড এখনও উল্লেখ করা হয় নাই কিন্তু উহা অনিরাপদ নয়।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন এবং ইহার অধীন বিধি বা প্রবিধিমালার নিষিদ্ধ কোন খাদ্যদ্রব্য এবং উপাদান ঐ খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

খাদ্য মোড়কীকরণ ও লেবেলিং

২২। (১) কোন ব্যক্তি প্রবিধানমালায় নির্দেশিত রীতি অনুসরণ না করিয়া কোন খাদ্যদ্রব্য মোড়কীকরণ চিহ্ন ও লেবেল সংযোজন করিয়া কোন প্রতিনিধি বা দালালের নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন, বিতরণ, বিপণন বা বিপণনের জন্য প্রদর্শন বা প্রেরণ বা সরবরাহ করিতে পারিবেন না ।

তবে শর্ত থাকে যে, লেবেলে কোন মিথ্যা তথ্য, দাবি, কলা-কৌশল বা ফন্দি বা মোড়কে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব বাড়াইতে পরিমাণ ও পুষ্টিগুণের বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য বা রোগ নিরাময়কারী বা ঔষধি বলিয়া দাবি বা খাদ্যদ্রব্যের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে কোন কথা লিখা যাইবে না ।

(২) যে কোন মাধ্যমেই তথ্য দেওয়া হউক না কেন, প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ীকে খাদ্যদ্রব্য লেবেলিং ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে, উহার আকৃতি, দৃষ্টিগোচরতা, মোড়ক বা মোড়কে ব্যবহৃত বস্তু, সজ্জা বা প্রদর্শন করিবার পদ্ধতির দ্বারা ভোক্তাকে বিভ্রান্ত করিবে না মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হইবে ।

বিজ্ঞাপনের বাধ্যবাধকতা এবং অনুচিত ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞা

২৩। (১) এই আইন ও ইহার অধীন প্রবিধিমালার কোন শর্ত লঙ্ঘন করিয়া কোন খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর বা প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে না ।

(২) কোন ব্যক্তি নিজেকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়, সরবরাহ, ব্যবহার ও খাইবার উৎসাহ দানে অনুচিত পন্থা অবলম্বন বা প্রতারণামূলক অনুশীলন যথা- মৌখিক বা লিখিতভাবে বা দৃশ্যমান উপস্থাপনায় নিয়োজিত হইতে পারিবে না ;

(ক) যদি খাদ্যদ্রব্য একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড, গুনগতমান বা সংমিশ্রণের পর্যায় সম্পর্কে মিথ্যা-তথ্য তুলে ধরা হয়;

(খ) যদি ইহার প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা সম্পর্কে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা তৈরি করা হয়;

(গ) যদি পর্যাপ্ত বা বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতার উপর ভিত্তি না করিয়া জনসাধারণকে খাদ্যের ফলপ্রসূতা (efficacy) সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় ।

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও যৌক্তিকতা নির্ভর নিশ্চয়তার সত্যতা প্রমাণে আত্মপক্ষ সমর্থন করা হইবে সেইক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থনকারীর উপরে ঐরূপ আত্মরক্ষার প্রমাণের ভার বর্তাইবে ।

চতুর্থ অধ্যায়

নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিশেষ দায়িত্বসমূহ

খাদ্য ব্যবসায়ীদের বিশেষ দায়-দায়িত্বসমুহ

২৪। (১) প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ী এই আইনে বা ইহার অধীনস্থ প্রবিধান ও বিধিমালা প্রতিপালন করিয়া তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবসার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, আমদানি, বিতরণ এবং বিপণনের নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন।

(২) কোন খাদ্য ব্যবসায়ী নিজে বা তাঁহার পক্ষে অন্যকোন ব্যক্তির মাধ্যমে কোনপ্রকার খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, বিপণন বা বিতরণ করিতে পারিবেন না-

(ক) যাহা নিরাপদ নয়;

(খ) যাহা নির্দিষ্ট চিহ্ন বা নামে পরিচিত নয় বা নিম্নমানের বা বাহিরের পদার্থ ধারণ করে;

(গ) লাইসেন্সের শর্তসমূহের সংগতি ছাড়াও যাহার জন্য লাইসেন্স প্রয়োজন;

(ঘ) যাহা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক জনস্বাস্থ্যের বিবেচনায় সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ;

(ঙ) যাহা এই আইনের বা ইহার অধীনে প্রণীত কোন প্রবিধি ও বিধিমালার শর্তাবলীর সহিত সঙ্গাতিপূর্ণ নহে;

(৩) কোন আইন বা বিধিতে ঘোষিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করিয়া অনিবন্ধিত স্থানে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা পাইকারী বিক্রয়, নিবন্ধনের শর্ত বহির্ভুত কার্যে ব্যবহার অথবা বিধিদ্বারা ঘোষিত তাপমাত্রায় সংরক্ষিতব্য খাদ্যদ্রব্যসমুহের খুচরা বিক্রয়স্থল নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না;

(৪) কোন আইন বা বিধিতে ঘোষিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করিয়া উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাকরণ, মওজুদ ও বিক্রয়স্থল নাম ও ঠিকানা প্রদর্শনে ব্যর্থতা বা এতদসংক্রান্ত লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না ;

(৫) কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এমন কোন কার্য করিতে পারিবেন না, যাহাতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণকারীর জীবন বিপন্ন বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে;

(৫) খাদ্যদ্রব্যে মানবস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর বা জীবনহানিকর কোন রাসায়নিক (যেমন, ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, সোডিয়াম সাইক্লামেট) বা ভারীধাতু বা কীটনাশক (যেমন, ডি.ডি.টি, পি.সি.বি তৈল, ইত্যাদি) অথবা খাদ্যদ্রব্যকে রঞ্জিত ওস্বাদগন্ধযুক্ত করিবার জন্য বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না ;

(৬) ভেজাল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, বিপণন অথবা ভেজাল মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে করিতে পারিবেন না ;

(৭) মূল খাদ্যের স্বাভাবিক গুণ ও পুষ্টিমান কমাইয়া দিতে পারে এইরূপ অনুপাতে কোন ভিন্ন উপাদান মিশ্রিত বা দ্রবীভূত করিয়া খাদ্য প্রস্তুত বা এইরূপে প্রস্তুতকৃত খাদ্য বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না ;

(৮) যেইসব স্থানে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা মওজুদ করা হয় সেইসব স্থানে শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত তৈলসহ অন্যকোন ভেজাল দ্রব্য রক্ষণ বা রাখিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না ;

(৯) মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন প্রক্রিয়ায়, যাহা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা এইরূপে প্রস্তুতকৃত খাদ্য বিক্রয় করিতে পারিবেন না ;

(১০) কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্য প্রস্তুতকরণের উপাদানের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃতি, উপাদান এবং গুনাগুণ বিধৃত ও দাবীকৃত (claimed) উপস্থাপনার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতি, উপাদান এবং গুনাগুণসম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্য প্রস্তুতকরণের উপাদান উৎপাদন, বিপণন, পরিবেশন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না ;

(১১) মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্য প্রস্তুতকরণের কোন উপাদান সরবরাহ, পরিবেশন বা বিক্রয় বা ঐগুলি ব্যবহার করিয়া কোন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন না ;

(১২) প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুত মান বা বিশুদ্ধতাহীন সরবরাহ, পরিবেশন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না ;

(১৩) কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়, পরিবেশন বা সরবরাহ করিবার সময়ে ক্রেতাকে প্রতিশ্রুত অপেক্ষা কম পুষ্টিগুণ সম্পন্ন বা উপযোগিতা প্রদানকারী খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, পরিবেশন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না ;

(১৪) অনুমোদিত নামে বাজারজাতকৃত কোন খাদ্যপণ্যের অননুমোদিত অনুকরণে নকল খাদ্যপণ্য প্রস্তুত বা এইরূপে প্রস্তুতকৃত খাদ্যপণ্য সরবরাহ বা বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না ;

(১৫) অস্বাস্থ্যকর ও পুষ্টি-প্রতিকূল পরিবেশে বা কুষ্ঠব্যাধি, যক্ষ্মা অথবা অন্য কোন ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়া ব্যক্তি দ্বারা খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত, প্রস্তুত অথবা সরবরাহ, পরিবেশন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না ;

(১৬) হোটেল-রেস্তোরাঁ বা ভোজনস্থলে পরিবেশন-সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে খাদ্য-গ্রহীতার স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এইরুপ দায়িত্বহীনতা, অবহেলা বা অসতর্কতাকে কোনক্রমেই প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না ;

(১৭) রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য অথবা মৎস্যপণ্য বা রোগাক্রান্ত বা মৃত পশু-পাখি হইতে খাদ্য প্রস্তুত বা এইরূপে প্রস্তুতকৃত আহারের অনুপযোগী খাদ্য সরবরাহ, বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না;

(১৮) প্রচলিত কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত প্রমিত মানের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিয়া সঠিক মান ও বিশুদ্ধতা সম্পন্ন নয় এরূপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা এইরূপে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবেন না ;

(১৯) খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য তথ্য-সম্বলিত বিজ্ঞাপন দ্বারা ক্রেতাকে প্রতারনা করিতে পারিবেন না ;

(২০) কোন খাদ্যপণ্যের মোড়কের গাত্রে উৎপাদন, মোড়কীকরণ, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ বা নিরাপদতা নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষেত্রে কোন আইন বা বিধিতে ঘোষিত বাধ্যবাধকতা অমান্য অথবা মোড়কের গাত্রের লিখিত কোন তথ্য মুছিয়া বা পরিবর্তন করিয়া খাদ্যপণ্য বিক্রয় করিতে পারিবেন না ;

(২১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা পরিদর্শকের দ্বারা কোন আইন বা বিধির অধীন পরিচালিত পরিদর্শন, নমুনা সরবরাহ, তদন্ত বা পরীক্ষাকরণে অসহযোগিতা বা বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না;

(২২) প্রাথমিক খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক খাদ্যগুণ বা প্রস্তুতকৃত খাদ্যের ক্ষেত্রে কোন আইন বা বিধিতে ঘোষিত প্রমিত মান অপেক্ষা কম গুণমান সম্পন্ন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না ;

(২৩) কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা নির্দেশিত ছকে খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রয় সংক্রান্ত পক্ষগনের নাম, ঠিকানা এবং খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃতি লিখিতভাবে উল্লেখ করতঃ রশিদ বা চালান সংরক্ষণ না করিয়া, কোন বিক্রেতার নিকট উক্ত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে –

এই অধ্যায়ের অধীনে নির্দেশিত ছকে নিশ্চয়তা প্রদানের বিষয়টি বিল, ক্যাশমেমো বা চালানে উল্লেখ না করা হইলেও ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বিল ক্যাশমেমো বা চালানকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(২৪) একই শ্রেণীর বা ধরনের কোন খাদ্যদ্রব্যের একটি ব্যাচ, সম্পূর্ণ পরিমাণ বা একত্রে প্রেরিত হইলে উহার যে কোন একটি অংশ অনিরাপদ হইলে ঐ ব্যাচের সম্পূর্ণ পরিমাণ বা একত্রে প্রেরিত সকল খাদ্যদ্রব্যকে অনিরাপদ হিসাবে গণ্য করা হইবে, যদি না নিম্নরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাচের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য নিরাপদ হিসাবে প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন খাদ্যদ্রব্য বিশেষ কারণে অনিরাপদ হিসাবে সন্দেহের উদ্রেগ হইলে খাদ্যদ্রব্যটি বাজারে রাখায় প্রতিবন্ধকতা আরোপ করিতে উহার কারণ লিখিতভাবে জানাইয়া রেকর্ড রাখিবেন এবং প্রয়োজনে ঐ খাদ্যদ্রব্য বাজার হইতে প্রত্যাহার করিবেন ।

উৎপাদনকারী, মোড়ককারী, পাইকারি বিক্রেতা,

২৫। (১) কোন খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনকারী বা মোড়ককারী এই আইনের এবং ইহার অধীন প্রবিধি ও বিধিমালার সকল শর্তাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে আইন অমান্যকারী হিসাবে দায়ী হইবেন ;

(২) কোন খাদ্যদ্রব্যের জন্য পাইকারি বিক্রেতা বা বিতরণকারী এই আইনের অধীনে দায়ী হইবেন যদি তিনি-

বিতরণকারী এবং বিক্রেতার দায়বদ্ধতা

(ক) মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখের পরে কোন খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করেন; বা

(খ) উৎপাদনকারী কর্তৃক ঘোষিত নিরাপদতা সংক্রান্ত নির্দেশনা লঙ্ঘন করিয়া মজুত বা সরবরাহ করেন; বা

(গ) নিরাপদতা সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবসায়িক চিহ্ন (trade mark) বা পরিচিতি মুছিয়া ফেলেন ; বা

(ঘ) যাঁহার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা হইয়াছিল তাঁহাকে বা উৎপাদনকারীকে সনাক্ত না করেন; বা

(ঙ) অনিরাপদ জানা স্বত্বেও এই আইনের অধীনস্থ প্রবিধি বা বিধিমালার শর্তের ব্যত্যয় ঘটাইয়া খাদ্যদ্রব্য মজুত বা সংরক্ষণকৃত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন;

৩। যে কোন বিক্রেতা কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে দায়ী হইবেন, যদি তিনি-

(ক) মেয়াদ উত্তীর্ণের পরে কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন; বা

(খ) অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় কোন খাদ্যদ্রব্য কেনা-বেচা বা সংরক্ষণ অথবা মজুদ করেন; বা

(গ) নিরাপদতা সংক্রান্ত তথ্য, ব্যবসায়িক চিহ্ন (trade mark) বা পরিচিতি মুছিয়া ফেলেন ; বা

(ঘ) যাঁহার নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা হইয়াছিল তাঁহাকে বা বিতরণকারী বা উৎপাদনকারীকে সনাক্ত না করেন; বা

(ঙ) অনিরাপদ জানা সত্ত্বেও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন।

বিপণনকৃত ঝুঁকিপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার পদ্ধতি

২৬। (১) যদি কোন খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী বিবেচনা করেন, বা তাঁহার বিশ্বাসের কারণ রহিয়াছে বলিয়া মনে করেন যে তিনি যে খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন বা বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার ক্ষেত্রে এই আইন বা ইহার অধীন প্রবিধি বা বিধিমালা প্রতিপালিত হইতেছে না, তাহা হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক তিনি শীঘ্রই প্রশ্নবিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বাজার হইতে এবং ভোক্তার নিকট হইতে প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নিবেন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে তাহা অবহিত করাইবেন ;

(২) যদি কোন ব্যবসায়ী বিবেচনা করেন বা তাঁহার নিকট বিশ্বাস করিবার মত কারণ থাকে যে, তিনি যে খাদ্যদ্রব্য বাজারে উপস্থাপন করিয়াছেন উহা ভোক্তার জন্য অনিরাপদ, তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে শীঘ্রই অবহিত করিবেন এবং তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিবেন ;

(৩) এই আইনের বা ইহার অধীন প্রবিধি বা বিধিমালার শর্ত অনুযায়ী কোন ব্যবসায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে খাদ্যদ্রব্য হইতে উদ্ভূত ঝুঁকি প্রতিরোধ, হ্রাস বা দূরীভূত করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি বা নিরুৎসাহিত করিবেন না এবং ভোক্তার ঝুঁকি প্রতিরোধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করাইবেন ; এবং

(৪) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধানের মাধ্যমে নির্দেশিত খাদ্য প্রত্যাহার পদ্ধতি সম্পর্কিত শর্ত ও দিক নির্দেশনা প্রত্যেক খাদ্য ব্যবসায়ী অনুসরণ করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

খাদ্য বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ

পাবলিক এনালিস্ট নিয়োগ এবং পাবলিক এনালিস্ট দ্বারা বা অন্যভাবে খাদ্যবস্তু পরীক্ষার অধিকার

২৭। (১) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে খাদ্যবস্তুর নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থানীয় অধিক্ষেত্র উল্লেখ পূর্বক একজন পাবলিক এনালিস্ট হিসাবে নিয়োগ করিবে। বিশেষক্ষেত্রে অধিকতর প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সরকার বা সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন সুনির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের জন্য কোন ব্যক্তিকে পাবলিক এনালিস্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যদ্রব্য সংশ্লিষ্ট বস্তু ক্রয় করিবার পর নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া যেই স্থান হইতে উহা ক্রয় করিয়াছেন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেই অধিক্ষেত্রের জন্য নিযুক্ত পাবলিক এনালিস্টের দ্বারা ঐ খাদ্যবস্তুর একটি নমুনা বিশ্লেষণ বা অন্যভাবে পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং এই আইনের অধীন প্রবিধিতে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখ পূর্বক সনদ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি এই ধরনের যে কোন সনদ বা তার অনুলিপি তাঁহার স্থাপনায়/ভবনে প্রদর্শন করিতে বা এই সনদ বা এর অনুলিপি বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

খাদ্যের নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক বিক্রয় বা সমর্পণ

২৮। (১) সরকারের পক্ষ হইতে যে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ খাদ্যদ্রব্যের যে কোন নির্দিষ্ট অংশ বা উৎপাদনে ব্যবহৃত যে কোন উপকরণ বা এইরূপভাবে ব্যবহৃত যে কোন পদার্থ-

(ক) যাহা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বা বিক্রয়ের জন্য বা কোন খাদ্য প্রস্তুতিতে ব্যবহারের জন্য রাখা হইয়াছে বিভাজন ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে ঐ সকল খাদ্যদ্রব্যের উপকরণের বা পদার্থের নমুনার মূল্য প্রদান করিবেন এবং এই নমুনা তাঁহার নিকট বিশ্লেষণ বা অণুজীব-বিজ্ঞানীয় (ব্যাকটেরিওলজিক্যাল) বা অন্যান্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া জানাইতে হইবে;

(খ) ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য, উপকরণ বা পদার্থের নমুনা বিভাজন ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রক্ষিত বা গমনপথে বা যে কোন সরবরাহস্থলে বা মজুদ হইতে চাওয়া যাইবে এবং উক্ত নমুনা বিশ্লেষণ বা অণুজীববিজ্ঞানীয় বা অন্যান্য পরীক্ষার জন্য তাঁহার নিকট সমর্পণ করিতে হইবে।

(২) যে কোন ব্যক্তির দখলে কোন খাদ্যদ্রব্য, উপকরণ বা পদার্থ থাকিলে এই অনুচ্ছেদের উপ-ধারা (১) (খ) অনুযায়ী উহা চাওয়া হইলে ক্ষেত্রভেদে তিনি ঐ সকল খাদ্যবস্তুর নমুনা প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্রয় বা সমর্পণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অধিকতর প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তির দখলে থাকা যে কোন নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, বস্তু, উপকরণ, বা পদার্থ ঐ উপ-ধারা অনুসারে চাওয়া হইলে তিনি এই মর্মে নির্দেশিত ফর্মে একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করিবেন যে, চাহিত ঐ সকল নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, বস্তু, উপকরণ বা পদার্থে নমুনা ক্ষেত্রভেদে ক্রয়কৃত এবং বিক্রিত বা সমর্পণকৃত ।

(৪) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তির এই ধারার প্রয়োজনে খাদ্যের নির্দিষ্ট বস্তু যেই সকল গমনপথ অতিক্রম করে বা যেখানে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হয় বা মওজুদ করা হয় সেই সকল স্থানে প্রবেশের অধিকার থাকিবে এবং তিনি সেই সকল স্থানে যে কোন রেকর্ড পরিদর্শন করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে সমর্পণকৃত যে কোন নমুনার মূল্য প্রবিধি অনুযায়ী, সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ যাঁহার নিকট থেকে সমর্পিত হইয়াছে উক্ত মালিক যদি সরকার নির্দেশিত পদ্ধতিতে এবং সমর্পণের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে মূল্য দাবী করেন তাহা হইলে উহা পরিশোধ করিবেন ।

বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহের পদ্ধতি:

২৯। একজন ব্যক্তি এই আইনের ২৭ ধারার বর্ণনা অনুযায়ী একটি নমুনার বিশ্লেষণ বা অন্যভাবে পরীক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে বা ধারা ২৮ অনুসারে একটি নমুনা বিক্রিত বা সমর্পিত হইলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে-

(১) নমুনা বিক্রেতা বা সমর্পণকারীকে সঙ্গে সঙ্গেই লিখিতভাবে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইবেন;

(২) বিক্রেতা বা সমর্পণকারীর উপস্থিতিতে ক্রেতা নমুনাকে তিনভাগে ভাগ করিবেন এবং প্রত্যেকটি অংশ নির্দেশিত পদ্ধতিতে চিহ্নিত করিবেন এবং সিলগালা বা বাঁধিয়া ফেলিবেন;

(৩) (ক) নমুনা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উহার একটি অংশ বিক্রেতাকে দিবেন;

(খ) নমুনা সমর্পনের ক্ষেত্রে উহার একটি অংশ ঐ সকল নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, বস্তু, উপকরণ বা পদার্থের নমুনা রক্ষিত ধারণপাত্রের উপরে লিখিত নাম ও ঠিকানায় ডাকযোগে রেজিস্ট্রি করিয়া উক্ত নমুনা বিশ্লেষণ বা অন্যভাবে পরীক্ষার অভিপ্রায় উল্লেখসহ নোটিশ দিবেন বা উহাতে নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পূর্বোল্লিখিত অংশ যথাস্থানে রাখিয়া দিবেন;

(৪) ভবিষ্যতে তুলনা করিবার উদ্দেশ্যে নমুনার একটি অংশ যথাস্থানে রাখিয়া দিবেন এবং

(৫) পরবর্তীতে সাত দিনের মধ্যে নমুনার একটি অংশ ঐ এলাকার নিয়োগকৃত পাবলিক এনালিস্টের নিকট উপস্থাপন করিবেন।

বিশ্লেষণ সনদ প্রদানে পাবলিক এনালিস্টের দায়িত্ব

৩০। (১) প্রত্যেক পাবলিক এনালিস্ট যাঁহার নিকট ২৯ ধারা অনুযায়ী একটি নমুনার বিশ্লেষণ বা ব্যাকটেরিওলজিক্যাল বা অন্যান্য পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত হইয়াছে-

(ক) তিনি ঐ সকল নমুনা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করাইবেন ;

(খ) নমুনা প্রাপ্তির তারিখ হইতে সাধারণ ক্ষেত্রে সাত দিনের মধ্যে এবং জরুরি ক্ষেত্রে দুই দিনের মধ্যে নির্দেশিত ফর্মে বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখপূর্বক নমুনা প্রেরককে সনদ প্রদান করিবেন ;

(গ) একই বিশ্লেষণের ফলাফলের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এর বর্ণনা অনুযায়ী সাধারণ ক্ষেত্রে সাত দিন এবং জরুরি ক্ষেত্রে দুই দিনের গণনার ক্ষেত্রে ১৮৮১ সনের 'The Negotiation Instrument Act' এর ২৫ ধারার মর্মার্থ অনুযায়ী সরকারী ছুটি হিসাবে যে কোন দিন বাদ যাইবে ;

(৩) এই আইনের অধীনে যে কোন তদন্ত বিচার বা কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে একজন পাবলিক এনালিস্ট কর্তৃক তফসিলে প্রদত্ত নির্দেশিত ফর্মে সনদ হিসাবে দাবীকৃত ও স্বাক্ষরিত কোন দলিল এই ধারার অধীনে একটি বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার ফলাফলের প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশ্লেষণের নির্দেশদানে আদালতের ক্ষমতা

৩১। ধারা ৩০ এর বর্ণনায় বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন কোন তদন্ত , বিচার বা কার্যধারা পরিচালনায় -

(১) আদালত উহার মূল দায়িত্ব পালনকালে বা উচ্চতর আদালতে বিবেচনাকালে বা উহার আওতায় পুনর্বিবেচনাকালে বা উহার নিজস্ব গতিতে বা বাদী অথবা বিবাদীর আবেদনক্রমে, যে কোন নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, বস্তু বা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত উপকরণ বা এমনিভাবে ব্যবহারযোগ্য কোন পদার্থ বাংলাদেশ সরকার কতৃর্ক নির্দেশিত কোন গবেষণাগারের প্রধানের নিকট বা তাঁহার পক্ষে সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ বলে নিয়োগ প্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তির নিকট বিশ্লেষণ বা পরীক্ষার জন্য পাঠাইতে পারিবে ;

(২) উল্লিখিত গবেষণাগারের প্রধান বা ব্যক্তি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রেরিত নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য, বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ বিশ্লেষণ করিবেন এবং বিশ্লেষণের ফলাফল উল্লেখ করিয়া এবং খাদ্যদ্রব্যের যে কোন নির্দিষ্ট উপাদান বা যে কোন পদার্থ আদালতে চাহিদা অনুযায়ী ক্ষতিকারক বা ক্ষতিকারক নহে উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করিবেন ;

(৩) আদালতে উল্লিখিত প্রতিবেদন সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে; এবং

(৪) আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ঐ সকল বিশ্লেষণের ব্যয় বাদী বা বিবাদী পরিশোধ করিবেন।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং পাবলিক এনালিস্ট কর্তৃক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ

৩২। প্রতি বৎসর মার্চ, জুন, সেপ্টেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ দিনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব নির্দেশিত ফর্মে সরকারের নিকট পূর্ববর্তী তিন মাসের প্রতিবেদন দাখিল করিবেন-

(১) প্রত্যেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহার সীমানার মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্র উল্লেখপূর্বক বিবরণ দিবেন-

(ক) নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে এইরূপ ঘটনার সংখ্যা;

(খ) বিশ্লেষণে ভেজাল মিশ্রিত নমুনার সংখ্যা;

(গ) ভেজাল মিশ্রণের জন্য দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা;

(ঘ) প্রতিবেদনের তিন মাস মেয়াদকালে কতটি মামলা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাঁহার সংখ্যা; এবং

(২) প্রত্যেক ক্ষমতাপ্রাপ্ত পাবলিক এনালিস্ট নিম্নরূপ বিষয় প্রদর্শনপূর্বক বিবরণ দিবেন-

(ক) তদকর্তৃক বিশ্লেষণকৃত নমুনার সংখ্যা; এবং

(খ) প্রত্যেকটি বিশ্লেষণের ফলাফল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিদর্শন এবং খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ

পরিদর্শক নিয়োগ, ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান

৩৩। (১) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে এই আইনের আওতায় যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(২) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সরকার বা সরকারের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুনির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের জন্য একজন পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) এর অধীনে পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না -

(ক) যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্য উপকরণ উৎপাদন বা বিপণনের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যের সহিত জড়িত থাকেন; এবং

(খ) যদি তিনি নিয়োগের তারিখে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত যোগ্যতার অধিকারী না হন।

(৪) প্রয়োজন হইলে, উপ-ধারা ৩(খ) অধীনে নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন সরকারী চাকুরীরত পরিদর্শক বা অন্য কোন সরকারী কর্মচারীকে, পদাধিকার বলে, সুনির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের মধ্যে পরিদর্শক হিসাবে কর্তৃপক্ষের পক্ষে পরিদর্শন, তদন্ত ও অভিযোগ গঠণ সংশ্লিষ্ট কার্যের জন্য গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োজিত করা যাইবে।

(৫) এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি বা নিয়োগকৃত একজন পরিদর্শক ধারা ২৯ এর অধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইবেন।

নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব

৩৪। (১) ধারা ৩৩-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একজন নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়িত্ব নিম্নরূপ হইবে:-

(ক) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁহার জন্য সুনির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে কোন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ বা বিপণনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল স্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন করিবেন;

(খ) লাইসেন্সের শর্তাবলী পর্যবেক্ষণকালে নিজে সন্তুষ্ট হইবেন;

(গ) এই আইনের বা ইহার প্রবিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইয়া উৎপাদিত, মজুদকৃত বা বিক্রিত বা বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত বলিয়া সন্দেহ হইলে যে কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্য উপকরণের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবেন;

(ঘ) দায়িত্ব পালন কালে খাদ্যদ্রব্যের নমুনা গ্রহণ, মজুদ জব্দ এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদালতের নির্দেশানুযায়ী রেকর্ডের জন্য সকল পরিদর্শন ও গৃহীত রেকর্ডের অনুলিপি প্রদান ও সংরক্ষণ করিবেন;

(ঙ) এই আইনের প্রবিধিমালার ব্যত্যয় ঘটাইয়া খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্য উপকরণের উৎপাদন, মজুদ বা বিপণন করা হইতেছে কি না তাহা নিরূপণের প্রয়োজন দেখা দিলে তদন্ত ও পরিদর্শন করিবেন;

(চ) মানুষের ভোগের জন্য বিপণন ও সরবরাহের নিমিত্তে সন্দেহজনক যে কোন খাদ্যবাহী যানবাহন থামাইতে পারিবেন;

(২) এই আইনের অধীনে মামলা অনুযায়ী যে কোন তদন্ত, বিচার বা অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে

ব্যবসায়িক লাইসেন্সের অনুমোদিত বা স্থগিত করা হইলে তাঁহার নাম, ঠিকানা, প্রকৃতি ও ব্যবসা স্থান, ঘটনার প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপনীয় বিষয় ও এই আইনের ৪৭ ধারার (১) (ক), (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত প্রতিটি মামলার আদালতের সিদ্ধান্তসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন ;

(৩) এই আইন বলে অনুষ্ঠিত প্রতিটি মামলায় আদালতের দেওয়া সিদ্ধান্তের অনুলিপি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবেন;

(৪) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি আমদানি বা বিপণনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্দেহজনক খাদ্য রহিয়াছে বলিয়া মনে করিলে কোন আমদানিকৃত প্যাকেট বা মোড়ক আটক করিবেন;

(৫) তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের মধ্যে এবং বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন; এবং

(৬) এই আইন বা তাঁহার প্রবিধিমালার ব্যত্যয় সম্পর্কে লিখিতভাবে কোন অভিযোগ করা হইলে, তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রের মধ্যে উক্ত অভিযোগ তদন্ত করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে ধারা ২৮ এর প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য একটি নমুনা জব্দ করিবেন ।

স্থাপনায় প্রবেশ করিবার অধিকার

৩৫। (১) এই আইনের ৩৩ ধারামতে একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শক তাঁহার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত ক্ষমতার প্রমাণপত্র প্রদর্শন করিয়া মধ্যরাত হইতে সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সময় ব্যতীত যে কোন সময়ে নিম্নরূপ উদ্দেশ্যে যে কোন ভবনে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(ক) এই আইনের বিধি বা প্রবিধিমালার যে কোন শর্তের ব্যত্যয় ঘটাইয়া ঐ ভবনে সংঘটিত কোন ঘটনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য;

(খ) সাধারণভাবে এই আইনের বিধি বা প্রবিধিমালার প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যবহারাধীন গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে ঐ গৃহে বসবাসকারীদের বরাবরে কমপক্ষে তিনঘণ্টা পূর্বে প্রবেশের প্রয়োজনের নোটিশ না দিয়া প্রবেশাধিকার চাওয়া যাইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর আওতায় আইনানুগ কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কতৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শককে ভবন বা গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

(৩) এই আইনে স্থাপনা বলিতে খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, ভূমি, দালানকোঠা, যানবাহন, তাঁবু, ভ্যান, যে কোন ধরনের অবকাঠামো, জলপ্রবাহ, লেক, সমুদ্র তীর, নালা-নর্দমা, খানা-খন্দক, বা খোলা, উন্মুক্ত, আবৃত বা দেওয়ালঘেরা কোন জায়গা, নির্মিত বা নির্মাণাধীন এবং সরকারী বা বেসরকারী, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম এবং সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত বা অন্তর্ভুক্ত নহে এবং ১৯৮০ সনের বন্দর আইন বলে ঘোষিত কোন বন্দর নহে এইরূপ কোন নদী, পোতাশ্রয় বা অন্য কোন জলাশয়ে অবস্থিত অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত হইবে।

জমাখরচের বহি, রশিদ, দলিল এবং হিসাবপত্র দাখিল

৩৬। ধারা ৩৩ মতে একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শক খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত ব্যবসা বা বাণিজ্য পরিচালনাকারী, উৎপাদন ও বিপণনকারীকে তদন্ত করিবার জন্য লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া ঐ সকল ব্যবসা, বাণিজ্য, উৎপাদন বা বিপণন সংক্রান্ত জমা-খরচের বহি, রশিদ ও অন্যান্য দলিলপত্র চাহিতে পারিবেন এবং চাহিদা অনুযায়ী নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহা প্রতিপালন করিবেন।

ভেজাল খাদ্য জব্দ করিবার ক্ষমতা

৩৭। (১) ধারা ৩৩ মতে একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শক মধ্যরাত হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত সময় ব্যতীত যে কোন সময়ে নিম্নরূপ পরিদর্শন এবং পরীক্ষা করিবেন:

(ক) খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহারযোগ্য যে কোন বস্তুর বিপণনের সরবরাহ স্থল বা গমনপথ বা মজুদস্থল বা বিক্রয়ের জন্য রক্ষিত অবস্থার স্থান বা উৎপাদন প্রক্রিয়া অবস্থা;

(খ) খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য রক্ষিত উপকরণ বা এইরূপ যে কোন বস্তু; এবং

(গ) এইরূপ খাদ্য তৈরি বা বিপণনের জন্য ব্যবহৃত যে কোন কৌটা বা ধারণপাত্র।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যে কোন পরিদর্শন বা পরীক্ষা নিরীক্ষা কার্যের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা পরিদর্শককে কোন ব্যক্তি বাঁধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যদি পরিদর্শন বা পরীক্ষা নিরীক্ষা কার্যে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শকের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য যে কোন সক্রিয় বস্তু বা কোন উপাদান অস্বাস্থ্যকর, শরীরের জন্য ক্ষতিকর বা খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী বা ভেজাল হিসাবে পরিদর্শিত বা পরীক্ষিত হইলে এইরূপ খাদ্য তৈরি বা বিপণন সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত যে কোন কৌটা বা ধারণপাত্র বা খাদ্যদ্রব্য বা উক্ত সক্রিয় বস্তু বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য, উপকরণ, বস্তু বা উক্ত কৌটা বা ধারণপাত্র জব্দ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা :

(ক) আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মৃত প্রাণীর মাংস মানুষের খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী;

(খ) আহারের অনুপযোগী রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য অথবা মৎস্যপণ্য;

(গ) তরল চা তৈরিতে ব্যবহৃত ধারণপাত্র বা কৌটা যাহা যে কোন ক্ষয়প্রাপ্ত ধাতু বা বস্তু দ্বারা তৈরি, উহা সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষণা করা;

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোন কিছু খাবার জব্দের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বাঁধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

(৪) যখন উপ-ধারা (৩) এর অধীনে যে কোন নির্দিষ্ট বস্তু, উপকরণ বা বস্তুকে ভেজাল হিসাবে বিশ্বাস করিয়া জব্দ করা হইবে, তখন ৩০ ধারার শর্তানুসারে উক্ত ব্যক্তি বা পরিদর্শক জব্দকৃত নমুনাকে যথাশীঘ্র পৃথক করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঐ সকল নমুনা বণ্টন ও হস্তান্তর করিবেন ;

(৫) যখন উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে যে কোন সক্রিয় বস্তু বা খাদ্যের নির্দিষ্ট বস্তু বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ বা কৌটা বা ধারণপাত্র জব্দ করিবেন, তখন উক্ত জব্দকারী ব্যক্তি বা পরিদর্শক -

(ক) খাদ্যদ্রব্য বা সক্রিয় বস্তু বা খাদ্যের অন্যান্য নির্দিষ্ট বস্তু বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ বা কৌটা বা ধারণপাত্র অবিলম্বে অপসারণ করিবেন ;

(খ) উহা অপসারণের পর এইরূপ নিরাপদ হেফাজতে রাখিবেন যাহাতে নির্দেশিত পদ্ধতিতে চিহ্ন ও এইরুপ সীলমোহর প্রদান করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইবেন এবং ক্ষেত্রভেদে এই আইনের ধারা ৩৮ বা ৩৯-এর শর্তানুসারে বিষয়টির বিহিত করিতে পারিবেন ;

(গ) উপ-ধারা (৫) এর (ক) অনুচ্ছেদের শর্তানুসারে যে কোন অপসারণের কার্যকে বাঁধাপ্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবে না এবং কোন ব্যক্তি যে কোন সক্রিয় বস্তু বা খাদ্যের অন্যান্য নির্দিষ্ট বস্তু বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ বা কৌটা বা ধারণপাত্র উপ-ধারা (৫) এর (খ) অনুচ্ছেদের শর্তানুসারে রক্ষিত হেফাজত

হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন না, হেফাজতে থাকাকালীন ইহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না ।

ধারা ৩৭-এর উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে সক্রিয় বস্তু, ইত্যাদি বিনষ্ট বা জব্দকরণ

৩৮। (১) ধারা ৩৭-এর উপ-ধারা (৩)-এর অধীনে সক্রিয় বস্তু, বা খাদ্যের অন্যান্য নির্দিষ্ট বস্তু বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ বা কৌটা বা ধারণপাত্র জব্দ করা হইয়াছে, উহা যেই মালিক বা ব্যক্তির দখলে পাওয়া গিয়াছে তাঁহার (অন্য দুইজন ব্যক্তির সাক্ষ্যসহ) লিখিত সম্মতিতে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করিতে হইবে।

(২) যদি এই ধরনের সম্মতি না পাওয়া যায় এবং যদি জব্দকৃত নির্দিষ্ট বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ দ্রুত পচনশীল প্রকৃতির হয় এবং ৩৩ ধারা বলে নিয়োজিত পরিদর্শক বা ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে অস্বাস্থ্যকর, শরীরের জন্য ক্ষতিকর বা মানুষের খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী হয়, তাহা হইলে হইলে উহা ধ্বংস করিতে হইবে।

(৩)যাঁহার দখলে ঐ সকল সক্রিয় বস্তু, বা খাদ্যের অন্যান্য নির্দিষ্ট বস্তু, বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ বা কৌটা বা ধারণপাত্র পাওয়া গিয়াছে উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) এর অধীনে যে কোন কার্যক্রমের ব্যয়ভার সরকারী চাহিদা হিসাবে তাঁহাকে বহন করিতে হইবে।

জব্দকৃত খাদ্যের নির্দিষ্ট বস্তু উপকরণ, পদার্থ ও ধারণপাত্র পরিত্যাগকরণ

৩৯। (১) ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা ৩ এর অধীনে যে কোন সক্রিয় বস্তু বা খাদ্যের নির্দিষ্ট বস্তু বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র ধারা-৩৩ এর অধীনে একজন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি বা নিয়োগপ্রাপ্ত পরিদর্শক কর্তৃক জব্দ করা হইলে, ধারা-৩৮ এর শর্ত অনুসরণপূর্বক এই সক্রিয় বস্তু বা খাদ্যের অন্যান্য নির্দিষ্ট বস্তু, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র ধ্বংস করা না হইলে, যেই ব্যক্তির দখলে থাকাবস্থায় উহা জব্দ করা হইয়াছে তাহাকে জানাইতে হইবে যে যথাসম্ভব শীঘ্র উহা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইবে।

(২) পেনাল কোডের অধীনে বা এই আইনের অধীনে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হউক বা না হউক উপ-ধারা (১) এর অধীনে বিবেচনার জন্য কোন সক্রিয় বস্তু বা খাদ্যের অন্যান্য নির্দিষ্ট বস্তু বা যে কোন উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র যদি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপিত হয় তাহা হইলে নিম্নবর্ণিত প্রমাণদি গ্রহণের পর তিনি বিবেচনা করিতে পারেন -

(ক) সকল সক্রিয় বস্তু বা খাদ্যদ্রব্যের অন্যান্য নির্দিষ্ট বস্তু বা যে কোন উপকরণ বা পদার্থ অস্বাস্থ্যকর, মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর বা মানুষের খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী বা ভেজাল-মিশ্রিত;

(খ) উৎপাদন বা ধারণের জন্য ব্যবহৃত যে সকল ধারণ-পাত্র বা বিপণনের উদ্দেশ্যে যে সকল ভেজাল মিশ্রিত নির্দিষ্ট বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর বা খাদ্য হিসাবে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় উৎপাদন বা সংরক্ষণ করা হইয়াছে এমন সকল সক্রিয় বস্তু বা অন্যান্য নির্দিষ্ট বস্তু, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র যেইস্থানে জব্দ করা হইয়াছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে তিনি বাজেয়াপ্ত করিবেন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ ঐ সকল সক্রিয় বস্তু বা অন্যান্য নির্দিষ্ট বস্তু, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণ-পাত্র ধ্বংস করিবেন বা অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে কোন নির্দিষ্ট বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ মানুষের খাওয়ার জন্য ব্যবহার বা উৎপন্ন বা ধারণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) অধিকন্তু ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিবেন যে, উপ-ধারা (২) এর অধীনে যেই ব্যক্তির দখল হইতে সক্রিয় বস্তু, খাদ্যের অন্যান্য নির্দিষ্ট বস্তু, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র জব্দ করা,ধ্বংস করা, প্রত্যাহার করা হইবে, তিনি এই বাবদ ব্যয়ভার বহন করিবেন; এই আইনের অধীন ধার্য করা জরিমানার অতিরিক্ত হিসাবে এই খরচও ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে।

(৪) যদি উপ-ধারা (২)-এ উল্লিখিত প্রমাণ গ্রহণের পর ম্যাজিস্ট্রেট বিবেচনা করেন যে -

(ক) উপস্থাপিত যে কোন সক্রিয় বস্তু বা অন্যান্য নির্দিষ্ট বস্তু বা যে কোন উপকরণ বা পদার্থ অস্বাস্থ্যকর, মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর নহে বা মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী নহে বা ভেজালযুক্ত নহে, অথবা

(খ) উপস্থাপিত যে কোন ধারণপাত্র উৎপাদনে বা ধারণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে কোন খাদ্যের ভেজালযুক্ত বস্তু, উপকরণ বা পদার্থ অথবা যে কোন উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য বা ধারণকৃত খাদ্যদ্রব্য অস্বাস্থ্যকর বা মানব দেহের জন্য খাদ্য হিসাবে অনুপযোগী না হইলে তিনি ঐ সকল সক্রিয় বস্তু, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র যেই ব্যক্তির দখল হইতে জব্দ করা হইয়াছিল তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং আরও নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, যেই এলাকায় উহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল ঐ এলাকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এই সকল সক্রিয় বস্তু বা অন্য নির্দিষ্ট বস্তু, উপকরণ, পদার্থ বা ধারণপাত্র বাজেয়াপ্ত বা অপসারণের ফলে সৃষ্ট মূল্যের ঘাটতি পূরণে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অর্থ ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

সপ্তম অধ্যায়
অপরাধ, দণ্ড, ইত্যাদি

নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য

৪০। এই আইনের ধারা ২৭ এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রত্যেক পাবলিক এনালিষ্ট এবং ধারা ৩৩ এর অধীনে নিয়োগকৃত পরিদর্শক পেনাল কোডের ২১ ধারার অর্থানুযায়ী অপরাধ দমনে সহায়তাকারী সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবে ।

সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা

৪১। (১) এই আইন ও ইহার আওতায় প্রণীত বিধির অধীন অপরাধ দমনে সহায়তাকারী কোন সরকারী কর্মচারী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে বা কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনুরূপ ব্যর্থতা বা বিধান লঙ্ঘনের জন্য তিনি দায়ী হইবেন, যদি না প্রমাণ করিতে পারেন যে, অনুরূপ ব্যর্থতা বা, ক্ষেত্রমত, লঙ্ঘন তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঘটিয়াছে বা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন;

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যর্থতা বা লঙ্ঘনের অভিযোগে কোন সরকারী কর্মচারী দায়ী হইলে তিনি সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আচরণ ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অপরাধে অভিযুক্ত হইবেন এবং উক্ত কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে ।

ইচ্ছাকৃত বা অবহেলার কারণে ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দাবি

৪২। (১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি ইচ্ছাকৃত বা অবহেলাক্রমে যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন কার্য দ্বারা কোন ব্যক্তি, খাদ্য স্থাপনা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি সাধন করে, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে;

(২) এই ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা পরিচালনায় Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে;

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করা হইলে আদালত সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করিয়া প্রকৃত ক্ষতির সমপরিমাণ বা আদালতের বিবেচনায় উপযুক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিশোধের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিধান লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন

৪৩। কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইন বা ইহার আওতায় প্রণীত বিধির অধীন কোন বিধান লঙ্ঘন বা অপরাধ সংঘটন করা হইলে যে অংশীদার, পরিচালক, নির্বাহী বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে তিনি উক্ত অপরাধ বা বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ বা বিধান লঙ্ঘন তাঁহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন।

জামিন, আমল ও আপোষযোগ্যতা

৪৪। এই আইনের অধীন সকল অপরাধ আমলযোগ্য (cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) ও আপোষযোগ্য (compoundable) হইবে।

নিরাপদ খাদ্য আইন সম্পর্কিত বিধান লঙ্ঘন করিবার দণ্ড

৪৫। কোন ব্যক্তি নিম্ন প্রদর্শিত টেবিলের কলাম (৩)এ উল্লিখিত কোন নিরাপদ খাদ্য আইন সম্পর্কিত বিধান লঙ্ঘন করিলে, তিনি উক্ত বিধানের বিপরীতে টেবিলের কলাম (৪) এ বিধৃত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যথা:-

টেবিল				
ক্রমিক নং	**অপরাধ সংঘটনের ধরন**	**অপরাধ সংঘটনের বিবরন**	**প্রথমবার একটি অপরাধ সংঘটনের জন্য আরোপযোগ্য দন্ড**	**পুনরায় একই অপরাধ সংঘটনের জন্য আরোপযোগ্য দন্ড**
১	২	৩	৪	৫
ক	**খাদ্যদ্রব্যে মানব-স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর পদার্থ ব্যবহার বা বিক্রয় করণ**	কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্যে মানবস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর বা জীবনহানিকর কোন রাসায়নিক (যেমন, ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, সোডিয়াম সাইক্লামেট) বা ভারীধাতু বা কীটনাশক (যেমন, ডি.ডি.টি, পি.সি.বি তৈল, ইত্যাদি) বিষাক্ত দ্রব্য ব্যবহার বা বিক্রয় করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব সাত বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।	অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসর কারাদন্ড বা মৃত্যুদন্ড, বা অনধিক বিশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন । ইহা ছাড়াও উক্ত দোকান, কারখানা ও উহার যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করা যাইবে ।
খ	**খাদ্যদ্রব্যে নিষিদ্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করণ**	কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্যে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন অথবা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে খাদ্য রঞ্জিন ওস্বাদগন্ধযুক্ত করিবার জন্য কোন অননুমোদিত বা মাত্রাতিরিক্ত পদার্থ মিশ্রিত করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব সাত বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।	অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।
গ	**ভেজাল খাদ্য প্রস্তুত, বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাবকরণ**	কোন ব্যক্তি ভেজাল খাদ্য প্রস্তুত করিলে, তিনি বা কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব সাত বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।	অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।
ঘ	**অবৈধ প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ**	কোন ব্যক্তি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয় এমন কোন প্রক্রিয়ায়, যাহা কোন আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কোন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ করিলে তিনি	অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।	অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।
ঙ	**মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করণ**	কোন ব্যক্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলে বা করিতে প্রস্তাব করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।	অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।
চ	**দায়িত্বহীনতা, ইত্যাদি দ্বারা খাদ্য-গ্রহীতার স্বাস্থ্যহানিকরণ**	কোন খাদ্য সরবরাহকালে বিক্রেতা বা হোটেল-রেস্তোরাঁ-ভোজনস্থলে পরিবেশন-সেবা প্রদানকারী দায়িত্বহীনতা, অবহেলা বা অসতর্কতার কারণে খাদ্য-গ্রহীতার স্বাস্থ্যহানি ঘটাইলে, তিনি	অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।	অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।
ছ	**রোগাক্রান্ত বা মৃত পশু-পাখির মাংস বা আহারের অনুপযোগী মৎস্য বিক্রয়করণ**	কোন ব্যক্তি যদি রোগাক্রান্ত বা পচা মৎস্য অথবা মৎস্যপণ্য বা রোগাক্রান্ত বা মৃত পশু-পাখির মাংস, দুগ্ধ বা ডিম্ব দ্বারা প্রস্তুতকৃত আহারের অনুপযোগী খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত, বিক্রয় বা বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।	অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক ছয় লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।
জ	**প্রমিত মানের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিয়া নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা বিক্রয়করণ**	কোন ব্যক্তি, প্রচলিত কোন আইন বা বিধির অধীন নির্ধারিত প্রমিত মানের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিয়া সঠিক মান সম্পন্ন নয় এরুপ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা বিক্রয় করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব চার বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।	অনূর্ধ্ব আট বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক চার লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন । ইহা ছাড়াও উক্ত দোকান, কারখানা ও উহার যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করা যাইবে ।
ঝ	**অনুমোদিত নামে বাজারজাতকৃত খাদ্যপণ্যের অনুকরণে নকল**	কোন ব্যক্তি অনুমোদিত নামে বাজারজাতকৃত কোন খাদ্যপণ্যের অননুমোদিত অনুকরণে নকল খাদ্যপণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদন করিলে, তিনি বা কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে নকল কোন খাদ্যপণ্য	অনূর্ধ্ব চার বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।	অনূর্ধ্ব আট বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক চার লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন ।

	খাদ্যপণ্য প্রস্তুত বা বিক্রয়করণ	বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের প্রস্তাব করিলে, তিনি		ইহা ছাড়াও উক্ত দোকান, কারখানা ও উহার যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।
ঞ	**খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা বিক্রয়স্থলে ভেজাল দ্রব্য রক্ষণ**	কোন ব্যক্তি, যেই সব স্থানে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বা বিক্রয় হয় সেসব স্থানে শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত তৈলসহ অন্যকোন ভেজাল দ্রব্য রাখিলে বা রাখিবার অনুমতি দিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব চার বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	অনূর্ধ্ব আট বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক চার লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ট	**ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয়কালে স্পর্শকরণ**	কুষ্ঠব্যাধি, যক্ষ্মা অথবা অন্য কোন ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয়কালে দ্রব্যসমূহ খালি হাতে স্পর্শ করিয়া বিক্রয় করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	অনূর্ধ্ব ছয় বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক চার লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ঠ	**খাদ্যপণ্যের মোড়ক, ইত্যাদি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা প্রতিপালণে ব্যর্থতা**	কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা কোন খাদ্যপণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করিবার এবং মোড়কের গায়ে মোড়কীকরণের তারিখ, উৎপাদনের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিবার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	অনূর্ধ্ব ছয় বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক চার লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ড	**সন্দেহাতীতভাবে দূষক, বিকিরন বা বিষমুক্ত নহে এরূপ খাদ্য প্রত্যাহার**	কোন ব্যক্তি, তাঁহার ব্যবসাধীনে বাজারজাতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যদ্রব্যের লটে কোন প্রকারের দূষক, বিকিরন বা বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতি রহিয়াছে সন্দেহ হইলে খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যদ্রব্যের লট প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	অনূর্ধ্ব ছয় বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক চার লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ঢ	**খাদ্য বিপণনে মিথ্যা বিজ্ঞাপন ব্যবহার দ্বারা প্রতারিতকরণ**	কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসত্য বা মিথ্যা বিজ্ঞাপন দ্বারা খাদ্যক্রেতাকে প্রতারিত করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	অনূর্ধ্ব ছয় বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক চার লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ণ	**খাদ্য বিপণনে মিথ্যা নির্ভরপত্র প্রদান**	কোন ব্যক্তি খাদ্যক্রেতাকে মিথ্যা নির্ভরপত্র প্রদান করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	অনূর্ধ্ব চার বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ত	**নিবন্ধন সংক্রান্ত বা নাম ও ঠিকানা প্রদর্শনে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালণ**	কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা কোন খাদ্য নিবন্ধনকৃত উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রয়ের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিলে অথবা নিবন্ধন করতে বা নিবন্ধন নবায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে বা লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	অনূর্ধ্ব চার বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
থ	**নাম, ঠিকানা ও রশিদ প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা পালণে ব্যর্থতা**	কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা খাদ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রয় সংক্রান্ত পক্ষগনের নাম, ঠিকানা ও রশিদ বা চালান সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	অনূর্ধ্ব চার বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
দ	**অনুমোদিত ব্যক্তি কতৃক পরিদর্শন, নমূনা সরবরাহ বা পরীক্ষায় বাধাদান**	কোন ব্যক্তি অনুমোদিত ব্যক্তি বা পরিদর্শককে পরিদর্শন, অনুসন্ধান বা পরীক্ষাকরণে বাধা দান করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব চার বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	অনূর্ধ্ব চার বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধ	**মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করণ**	কোন অভিযোগকারী, কোন খাদ্য ব্যবসায়ী বা খাদ্য পরিবেশনকারীকে হয়রানি বা জনসমক্ষে হেয় করা বা তাঁহার ব্যবসায়িক ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক অভিযোগ বা মামলা দায়ের করিলে, তিনি	অনূর্ধ্ব চার বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।	অনূর্ধ্ব চার বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

অষ্টম অধ্যায়
অভিযোগ, বিচার, ইত্যাদি

বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠা, ইহার ক্ষমতা ও এখতিয়ারভূক্ত অধিক্ষেত্র

৪৬। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক, বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত স্থাপন করিবে ;

(২) সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রতিটি বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের এখতিয়ারভূক্ত অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিবে ;

(৩) একজন প্রথম শ্রেনীর বিচারিক বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা প্রতিটি বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠিত হইবে এবং তিনি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ড আরোপ করিতে পারিবেন ;

(৪) এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহের বিচারের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 এর Chapter XXVII-তে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি, যতটুকু প্রযোজ্য হয়, অনুসরণ করা যাইবে ;

(৫) এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ, যেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) অনুসারে বিচার্য হইবে ।

অপরাধ তদন্ত ও বিচারার্থে গ্রহণ

৪৭। (১) প্রতিটি অপরাধ যে আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে সংগঠিত হইয়াছে, সাধারণতঃ সেই আদালতে উহার তদন্ত ও বিচার অনুষ্ঠিত হইবে;

(২) Code of Criminal Procedure, 1898 এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের সহিত সম্পর্কযুক্ত অপর কোন অপরাধ সংঘটিত হয় সেই ক্ষেত্রে এই আইনে প্রতিষ্ঠিত আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে উভয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে ।

আদালত কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণ

৪৮। (১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা সরকারের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, স্থানীয় অধিক্ষেত্রে নিয়োজিত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা পাবলিক এনালিষ্ট কর্তৃক লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত আমলে গ্রহণ করিবে ;

(২) উপধারা (১)-এর বিধান ব্যতীত কোন ব্যক্তি কারণ উদ্ভব হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এই আইন বিরোধী যে কোন কার্য সম্পকে এই আইনের অধীন বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে নালিসী মামলা দায়ের করিতে পারিবে ।

অভিযোগ দায়ের

৪৯। (১) নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা সরকারের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, কিংবা স্থানীয় অধিক্ষেত্রে নিয়োজিত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক বা পাবলিক এনালিষ্ট এই আইনের অধীন যে কোন অপরাধ সংঘটনের বিষয় অবহিত হওয়ার সাথে সাথে এই আইনের অধীন বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের স্থানীয় সীমার মধ্যে লিখিতভাবে মামলা দায়ের করিবেন; অথবা,

(২) যে কোন ব্যক্তি, সাধারণভাবে যিনি একজন খাদ্য ক্রেতা, বা ভোক্তা বা গ্রহীতা কিংবা খাদ্য ব্যবহারকারী হইতে পারেন, এই আইনের অধীন নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য সম্পর্কে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, কিংবা স্থানীয় অধিক্ষেত্রে নিয়োজিত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে ।

(৩) এই আইনের ধারা ৪৮-এর (২) উপধারা অধীন বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত কর্তৃক প্রেরিত নালিসী অভিযোগ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অথবা স্থানীয় অধিক্ষেত্রে নিয়োজিত ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তা প্রাপ্ত অভিযোগের তদন্ত করিবেন।

(৪) উপধারা (১), (২) ও (৩)-এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অনতিবিলম্বে অভিযোগটির তদন্ত করিবেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা

৫০। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, কিংবা স্থানীয় অধিক্ষেত্রে নিয়োজিত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক এই আইনে বর্ণিত সকল অভিযোগের তদন্তকারী হিসাবে Code of Crimainal Procedure, 1898 (Act V of 1898)-এর বিধান অনুসরণ করিয়া থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুরূপ ক্ষমতা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করিবেন।

পরোয়ানা জারীর ক্ষমতা

৫১। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, অথবা ইহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিংবা এই আইনের আওতায় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, -

(ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ করিয়াছেন;

(খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রামন্ত কোন বস্তু বা উহা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দলিল, দস্তাবেজ বা কোন প্রকার জিনিসপত্র কোন স্থানে বা ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে;

তাহা হইলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য বা উক্ত স্থানে দিনে বা রাতে যে কোন সময়ে পরোয়ানা জারী করিতে পারিবেন।

তল্লাশী, গ্রেফতার, ইত্যাদির ক্ষমতা

৫২। এই আইনের অধীন জারীকৃত সকল পরোয়ানা এবং সকল তল্লাশী, গ্রেফতার, ও আটকের ব্যাপারে Code of Crimainal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর বিধান অনুসরণ করা হইবে ।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল সম্পর্কে বিধান

৫৩। (১) এই আইনের ৫০ ধারার অধীন জারীকৃত কোন পরোয়ানার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে বা কোন বস্তু আটক করা হইলে অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা আটককৃত বস্তুটিকে নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা এই আইনের আওতায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিকটস্থ কোন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে ;

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি বা বস্তু যেই কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইবে তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে আইনানুগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্য মূল্য

৫৪। সাক্ষ্য আইন, ১৯৮২ (১৮৭২ সালের ১ নং আইন) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সহিত জড়িত কোন ব্যক্তি বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ বা ক্ষতি সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা উহা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোন ঘটনার বিষয়ে কেহ ভিডিও বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ করিলে বা কোন কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা রেকর্ড করিলে উক্ত ভিডিও, স্থিরচিত্র, অডিও উক্ত অপরাধ বা ক্ষতি সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

তদন্তের সময়সীমা

৫৫। এ আইনের ধারা ৪৯-এর অধীন অভিযোগ দায়ের হইবার সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অভিযোগপত্র দাখিল করা না হইলে, মামলাটি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হইবে এবং নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সংঘটিত অপরাধের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবার জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, প্রয়োজনবোধে তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন করিয়া, অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিয়া অভিযোগপত্র দাখিল নিশ্চিত করিবে।

অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরীক্ষা

৫৬। (১) অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে, উক্ত খাদ্যদ্রব্যের যথাযথ পরীক্ষা ব্যতীত অভিযোগের সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব নহে, সেই ক্ষেত্রে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট,-

(ক) অভিযোগকারীর নিকট হইতে উক্ত পণ্যের একটি নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা সীলমোহর ও প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রত্যয়ন করিবেন; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন সীলমোহরকৃত খাদ্যদ্রব্যের নমুনায় নিষিদ্ধ পদার্থ বিদ্যমান থাকিবার বিষয়ে পরীক্ষার প্রয়োজনীয় নির্দেশসহ উহা যথাযথ গবেষণাগারে প্রেরণ করিবেন।

(২) কোন গবেষণাগারে উপ-ধারা (খ) এর অধীন কোন খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইলে, প্রেরণের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে উহার রিপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, গবেষণাগারের চাহিদামত উক্ত সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৩) বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কোন খাদ্যদ্রব্যের নমুনা গবেষণাগারে প্রেরণের পূর্বে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের নমুনায় উত্থাপিত অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত অর্থ বা ফি জমা দানের জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

আপীল

৫৭। বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদত্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের সেশন জজের আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ও প্রতিকার

৫৮। (১) এই আইন বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রমে দায়ের ও তদকারণে সংঘটিত ফৌজদারি অপরাধে দন্ডিত হইবার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোন খাদ্যভোক্তা কর্তৃক উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী প্রতিকার দাবী করিয়া দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করিতে আইনগত কোন বাধা থাকিবে না।

(২) এই আইনের অধীন দেওয়ানী আদালত বলিতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রে The Civil Court Act, 1887 (Act XII of 1887) এর ১৮ ও ১৯ ধারার উপযুক্ত দেওয়ানী আদালত বুঝাইবে।

(৩) কোন বিক্রেতার নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা বিরোধী কার্যের দ্বারা কোন খাদ্য-গ্রহিতা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলে এবং উক্ত ক্ষতির পরিমাণ আর্থিক মূল্যে নিরূপণযোগ্য হইলে, উক্ত নিরূপিত অর্থের অনূর্ধ্ব পাঁচগুণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া The Civil Court Act, 1887 (Act XII of 1887) এর ১৮ ও ১৯ ধারার উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৪) আদালত বাদীর আর্জি, বিবাদীর জবাব, সাক্ষ্য প্রমাণ এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়দি পর্যালোচনা করিয়া নিরূপিত ক্ষতির সঠিক পরিমাণের অনূর্ধ্ব পাঁচগুণের মধ্যে যে কোন অংকের ক্ষতিপূরণ, যাহা ন্যায় বিচারের স্বার্থে যথাযথ বলিয়া তাঁহার নিকট বিবেচিত হইবে, তাহা প্রদান করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) Code of Criminal Procedure, 1898, The Contract Act, 1872 এবং The Civil Court Act, 1887 এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

দেওয়ানী আপীল

৫৯। Code of Criminal Procedure, 1898 এবং The Civil Court Act, 1887এ ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৮ এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করা যাইবে।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরীক্ষাগার সেবা পরিবীক্ষণ

৬০। (১) (ক) যে কোন ব্যক্তি এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভেজাল বা অনিরাপদ খাদ্যের মান নিরূপণে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন সরকারী বা বেসরকারী গবেষণাগারে পরীক্ষা করাইয়া ফলাফলসহ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন ;

(খ) বেসরকারী খাতে খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরিচালিত পরীক্ষাগার পরিসেবা পরিবীক্ষণ করিয়া পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতি উদঘাটন করিবার ক্ষমতা নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের থাকিবে ;

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানের অধীন বেসরকারী খাতে খাদ্যের ভেজাল ও মান নিরূপণে পরিচালিত পরীক্ষাগারে পরিলক্ষিত ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে অনতিবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অবহিত করিবেন।

গ্রেফতার বা আটক সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ

৬১। এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে বা কোন বস্তু আটক করা হইলে, গ্রেফতারকারী বা আটককারী কর্মকর্তা তৎসম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবিলম্বে অবহিত করিবেন এবং প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

অন্য আইনে অপরাধ হইবার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি

৬২। আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ যদি অন্য কোন আইনে বিশেষ অপরাধ হিসাবে উচ্চতর দণ্ডযোগ্য অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই আইনের অধীন নিরাপদ খাদ্য বিরোধী বিশেষ অপরাধ হিসাবে গণ্য করিয়া বিচারের জন্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনত কোন বাধা থাকিবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া যদি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট স্পেশাল জজ আদালত অথবা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, যাহা প্রযোজ্য, এই বিচার হওয়া সমীচীন হইবে, তাহা হইলে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দিয়ে স্থানীয় বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতে মামলা না করাইয়া অধিকতর কার্যকর বিচার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে স্পেশাল জজ আদালত অথবা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, যাহা প্রযোজ্য, এই মামলা দায়েরের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

অভিযোগ এবং জরিমানার টাকায় অভিযোগকারীর অংশ

৬৩। (১) যে কোন ব্যক্তি, যিনি, সাধারণভাবে একজন খাদ্য ক্রেতা বা খাদ্য ব্যবহারকারী হইতে পারেন, এই আইনের অধীন নিরাপদ খাদ্য বিরোধী কার্য সম্পর্কে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিয়া লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন ।

(২)নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তির পর, অনতিবিলম্বে অভিযোগটি অনুসন্ধান বা তদন্ত করিবেন।

(৩) তদন্তে অভিযোগটি সঠিক প্রমাণিত হইলে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দোষী ব্যক্তিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন ।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ আদায় হইয়া থাকিলে উক্ত আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ তাৎক্ষণিকভাবে উপ-ধারা (১) এই উল্লিখিত অভিযোগকারীকে প্রদান করিতে হইবে ;
তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগকারী নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইয়া থাকিলে, তিনি এই উপ-ধারায় উল্লিখিত আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ প্রাপ্য হইবেন না ;

(৫) এই ধারার অধীন আদালতে বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে নিয়মিত ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হইলে এবং নিয়মিত মামলায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া জরিমানা করা হইলে এবং উক্ত জরিমানার অর্থ আদায় করা হইলে, উহার ২৫ শতাংশ অর্থ উপ-ধারা (১) এই উল্লিখিত অভিযোগকারীকে প্রদান করিতে হইবে ;
তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগকারী নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী হইয়া থাকিলে, তিনি এই উপ-ধারায় উল্লিখিত আদায়কৃত অর্থের ২৫ শতাংশ প্রাপ্য হইবেন না ;

(৬) যে কোন ব্যক্তি এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধতাহানী, ভেজাল বা নকলের বিষয়টি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা বা গবেষণাগারে পরীক্ষা করাইয়া ফলাফলসহ অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য

৬৪। এই আইনের বা কোন বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা উপদেষ্টা পরিষদের কোন সদস্য, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না ।

দায় হইতে অব্যাহতি

৬৫। (১) এই আইনের কোন বিধানের লঙ্ঘনজনিত কোন কার্যের সহিত কোন বিক্রেতার জ্ঞাতসারে সংশ্লিষ্টতা না থাকিলে এবং প্রয়োজনবোধে যদি উক্ত বিক্রেতা আইনের কোন বিধানের লঙ্ঘনকারীকে সনাক্ত করিতে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দায়ী করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না ।

(২) কোন দোকান হইতে বিক্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য বিশুদ্ধতাহীন, ভেজাল, নকল বা ত্রুটিপূর্ণ হইবার ক্ষেত্রে, উক্ত দোকানের মালিক বা পরিচালককে দায়ী করিয়া কোন ফৌজদারী বা প্রশাসনিক কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যদি উক্ত খাদ্যদ্রব্য কোন বৈধ বা অনুমোদিত কারখানা, ফ্যাক্টরি বা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহিত দোকানের মালিক বা পরিচালকের কোন সংশ্লিষ্টতা না থাকে এবং প্রয়োজনবোধে যদি বিক্রেতা আইনের বিধানের লঙ্ঘনকারীকে সনাক্ত করিতে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকেন ।

(৩) জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া হকার বা ফেরিওয়ালা হিসাবে বিক্রয় করিলে এবং অনুরূপ বিক্রিত পণ্যে যদি নকল, ভেজাল বা অন্য কোনরূপ ত্রুটিপুর্ণ হইয়া থাকে এবং

উহার দ্বারা কোন ভোক্তার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ কারণে উক্ত ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন দায়ী করা যাইবে না, যদি না ইহা সন্দেহাতীতভাবে বোধগম্য হয় যে, তিনি অবৈধভাবে লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে সজ্ঞানে বা যোগসাজশে অথবা জানিয়া শুনিয়া উহা খাদ্যভোক্তার নিকট বিক্রয় করিয়াছেন এবং প্রয়োজনবোধে যদি বিক্রেতা আইনের বিধানের লঙ্ঘনকারীকে সনাক্ত করিতে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকেন ।

(৪) কাঁচা মাছ, শাক-সবজির ন্যায় দ্রুত পঁচনশীল কোন খাদ্যদ্রব্য কোন হকার বা ফেরিওয়ালার নিকট বা কোন দোকানে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণে পঁচিয়া যাওয়া অবস্থায় পাওয়া গেলে সেই কারণে উক্ত হকার, ফেরিওয়ালা বা দোকানদারকে দায়ী করিয়া কোন ফৌজদারী বা প্রশাসনিক কার্যক্রম বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যদি না ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, পঁচিয়া গিয়াছে জানিয়াও তিনি উক্ত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য রাখিয়াছেন বা বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়াছেন ।

(৫) এই ধারার অধীন দায় হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট বা অনুরুদ্ধ হইলে নকল বা ভেজালের উৎস উদ্ঘাটনের বিষয়ে এবং প্রয়োজনবোধে বিচার কার্যের সাক্ষী হিসাবে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন ।

ক্ষমতা অর্পণ

৬৬। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জরুরি প্রয়োজনে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, সুনির্দিষ্ট সীমিত সময়ের জন্য এই আইনের অধীন তাঁহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব, লিখিত আদেশ দ্বারা, কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৬৭। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

৬৮। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি

৬৯। (১) এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, মূল পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে;

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে ।

রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ

৭০। (১) এই আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে The Pure Food Ordinance, 1959 (E. P. Ordinance No. LXVIII of 1959) রহিত হইবে;

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে রহিতকরণ আইনের অধীনে কোন কার্য অথবা কার্যধারা নিস্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা উক্ত রহিতকরণ আইনের বিধান অনুসারে এই রূপে নিস্পত্তি করিতে হইবে যেন এই আইন প্রবর্তিত হয় নাই।